

রাষ্ট্রনায়ক চার্চিল

নিখিলরঞ্জন রায়

রাষ্ট্রনায়ক চার্চিল

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ : জুলাই : ১৯৬৫
দাম : ৩·৫০

প্রচ্ছদ : শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক সাধারণ প্রেস ১৫এ ক্ষুদিরাম বসু রোড, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত

গ্রন্থকারের নিবেদন

"Other dangers gather about us and none of the dangers which we have hitherto faced successfully at home and in the East is in any way diminished. This is, therefore, one of those moments, when the British nation can show its quality and its genius. This is one of those moments when it can draw from the heart of misfortune the vital impulse of victory."

—Churchill

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে নরওয়ের উপকূলে নাভিক নৌযুদ্ধের পর এবং ডানকার্ক যুদ্ধের শোচনীয় পরিস্থিতির প্রাক্কালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক ঘোর সঙ্কটময় মুহূর্তে—যখন মিঃ নেভিল চেম্বারলেন ইংলণ্ডের জনমতের প্রবল চাপে প্রধান মন্ত্রীর পদ ইস্তফা দিতে বাধ্য হন, সেই ঘোর দুর্যোগের দিনে মিঃ উইন্‌স্টন চার্চিলকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করিতে হয়। প্রায় অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল মিঃ চাৰ্চিল নানা দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া নানাভাবে স্বদেশ ও সাম্রাজ্যের অক্লান্ত সেবা করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক ঘোর সঙ্কটকালে ইংরাজজাতি যে অপরিসীম ক্ষমতাবান মানুষটির উপর

নেতৃত্বভার চাপাইয়া দিয়াছিল, তাঁহার অভূতপূর্ব ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা আজ সর্ববাদিসম্মত। মিঃ চার্চিল জগতের একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী। তাঁহার সুদীর্ঘ কর্মজীবনে নানা উপলক্ষে তিনি তিন হাজারেরও বেশী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইঁহার অনেক বক্তৃতাই ভাষার সৌষ্ঠবে, ভাবের অভিনবত্বে এবং চিত্তাকর্ষকতায় অতুলনীয়। চার্চিল ছিলেন একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক, কিন্তু তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদের প্রধান ভিত্তি হইল সাম্রাজ্যবাদ। এবিষয়ে তিনি বেঞ্জামিন ডিস্‌রেলী (Disraeli), সিসিল রোড্‌স (Cecil Rhodes), রাডিয়ার্ড কিপ্লিং (Rudyard Kipling) প্রভৃতি ঊনবিংশ শতাব্দীর উগ্র সাম্রাজ্যবাদিগণের শিষ্য ও পদাঙ্কানুসারী। মিঃ চার্চিলের প্রখর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের প্রধান গুণ বা বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁহার অকুতোভয়তা, দৃঢ় সঙ্কল্প ও স্থির প্রজ্ঞা। হিটলারী জার্মানীর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে প্রথম প্রথম কোন ক্ষেত্রেই মিত্র-শক্তি বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাহার কারণ হইল এই যে, মিত্র-শক্তি অক্ষ-শক্তির ন্যায় (Axis Powers) পূর্ব হইতেই মহাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু তথাপি যে সেই দীর্ঘ ছয় বৎসর পদে পদে বিপর্যস্ত হইয়াও, পরাজয় ও নৈরাশ্যের ভিতর দিয়াও ধীরে ধীরে মিত্র-শক্তির ভবিষ্যৎ জয়লাভের সূচনা দেখা গিয়াছিল তাহার মূলে ছিল ইংরাজ জাতির অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা মিঃ চার্চিলের অদমনীয় সঙ্কল্প ও মনোবল। তিনি

একজন অপরাজেয় আশাবাদী—তাঁহার প্রত্যেক বক্তৃতা ও বিবৃতির ছত্রে ছত্রে এক দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, এবং এইজন্যই তাঁহার দীর্ঘ রাজনীতিক জীবনের শত ভুল ত্রুটি সত্ত্বেও ইংরাজ জাতি সেইদিন অকুণ্ঠ, দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁহারই হাতে তাহাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ভার তুলিয়া দিয়াছিল।

১৯৩৪ সনে যখন প্রথম জার্মানীর শাসনকর্তৃত্ব হিটলারের হস্তগত হয় সেই সময় হইতেই নাৎসী রাজনীতিকদের গভীর উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি সম্বন্ধে মিঃ চার্চিল ইংরাজ জাতিকে সতর্ক করিতে থাকেন। কিন্তু যুদ্ধ-ক্লান্ত জাতি তখন চার্চিলের কথায় কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করে নাই। ১৯৩৪ আর ১৯৩৯—এই পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতেই অবশ্য চার্চিলের সাবধান বাণীর তাৎপর্য সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল।

সেই বৎসরই নাৎসী পররাষ্ট্র সচিব ফন্ রিবেনট্রপ্ (Von Ribbentrop) লণ্ডনে আসেন, এবং ব্রিটিশ মন্ত্রী-সভা তাঁহাকে এক প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করেন। মিঃ চার্চিলও সেই ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করিয়াছিলেন। পরে মিঃ চার্চিল মন্ত্রীসভা কর্তৃক তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন "I suppose they asked me to show him that if they could not bark

themselves, they kept a dog who could bark and might bite."

এই গ্রন্থ প্রণয়নে নানা সংবাদপত্রে প্রকাশিত চার্চিলের জীবনের ঘটনা ও বক্তৃতা এবং বৃটীশ ইনফরমেশন সার্ভিসের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রধানতঃ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্যই এই পুস্তকখানা রচিত এবং তাহাদের কাছে ইহা সমাদৃত হইলেই গ্রন্থকারের শ্রম সার্থক হইবে।

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

বিষয় সূচী



স্যার উইনস্‌টন চার্চিল ও তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী ক্লিমেন্টাইন চার্চিল

রাষ্ট্রনায়ক চার্চিল

১

শৈশব ও শিক্ষা

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত ও অতিপ্রসিদ্ধ পরিবারে উইন্‌স্‌টন চার্চিলের জন্ম হয়। পুরুষানুক্রমে চার্চিল-পরিবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইংরাজ জাতির নেতৃত্ব করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। চার্চিলের বয়স যখন মাত্র চার বৎসর সেই সময় তিনি তাঁর পিতামাতার সহিত আয়ার্লণ্ডে যান। চার্চিলের পিতামহ ডিউক অব্ মার্লবরো সেই সময় ছিলেন আয়ার্লণ্ডের প্রধান শাসনকর্তা বা লর্ড লেফ্‌টেনাণ্ট। আর চার্চিলের পিতা মিঃ র‍্যানডলফ্ চার্চিল ছিলেন ডিউক অব্ মার্লবরোর প্রাইভেট সেক্রেটারী। ডিউক অব্ মার্লবরো ছিলেন খুব রাশভারী ও নামজাদা ব্যক্তি। তাঁর কথা চার্চিলের কিছু কিছু মনে আছে। চার্চিলের বয়স যখন মাত্র পাঁচ বৎসর তখন কি একটা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তাঁর পিতামহ যে একটা জমকালো ঘোড়ায় চড়িয়া সৈন্যদের কুচকাওয়াজ বা প্যারেড পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ঃ "and with a withering volley he shattered the enemy's line" সে-কথা চার্চিলের আজও বেশ স্পষ্ট মনে আছে। এ-কথা তিনি তাঁর জীবন-স্মৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন।

চার্চিলের মাতা ছিলেন একজন আমেরিকান মহিলা,—নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত শিকারী ও সঙ্গীতানুরাগী মিঃ লিওনার্ড জিরোমের কন্যা। অপূর্ব সুন্দরী বলিয়া অভিজাত-মহলে চার্চিলের মাতার খুব খ্যাতি ছিল। আয়ার্লণ্ডে থাকা সময়ে মিঃ ও মিসেস্ চার্চিল প্রায়শঃই অশ্বপৃষ্ঠে বহুসময় পরিভ্রমণে অতিবাহিত করিতেন। আঁট-সাঁট অশ্বারোহীর পোশাকে মিসেস্ চার্চিলকে চমৎকার মানাইত। সেই সময় থেকেই শিশু চার্চিলের মনে তাঁর মাতার প্রতি একটা প্রবল শ্রদ্ধা ও নির্ভর জন্মে। মাতার উপর এই একান্ত নির্ভর ও বিশ্বাসের ভাব ক্রমশঃ চার্চিলের মনে বদ্ধমূল হয়, এবং পরবর্তী জীবনে পিতার অবর্তমানে মাতার সাহায্য ও সাহচর্যই চার্চিলকে তাঁহার জীবনের বহু বড় কাজে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে।

সাত বৎসর বয়সে বালক চার্চিলকে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। যে স্কুলে তিনি ভর্তি হইলেন বলা বাহুল্য সেটা ছিল সেই সময়কার অভিজাত সম্প্রদায়ের ছেলেদের জন্য নির্ধারিত ও অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। সেই সময়কার প্রায় সব স্কুলের মতই এখানকার শাসন-পদ্ধতিও ছিল ভয়ানক কঠোর। শারীরিক শাস্তিবিধান ছিল যেন সাধারণ পাঠদানের অঙ্গবিশেষ। বার্চ গাছের ডাল ছিল শিক্ষকমহাশয়দের শিক্ষাদানের প্রধান অস্ত্র। মাসের মধ্যে অন্ততঃ দুই-তিন বা ততোধিক বার লাইব্রেরি-

কক্ষে স্কুলের সব ছাত্রকে একত্র করিয়া, তাদের সম্মুখে দুষ্ট ছাত্রদের নির্মমভাবে প্রহার করা—এটাই ছিল রীতি। কিঞ্চিদধিক দুই বৎসরকাল চার্চিলকে এই স্কুলে পড়িতে হয়। একদিনের জন্য ও বালক খুসী মনে স্কুলে যায় নি। শিক্ষকদের নির্মম তাড়না ও ভয়াবহ কঠোর নিয়মানুবর্তিতা—বালকের মনে একটা বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াছিল। এখানে থাকিতে থাকিতেই চার্চিলের একবার ভারী অসুখ হয়। তখন বাধ্য হইয়া তাঁর পিতামাতা তাঁকে স্কুল হইতে নাম কাটাইয়া বাড়ি লইয়া আসেন এবং আরোগ্যলাভের পর অন্য এক প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। এখানে কিছুদিন পড়ার পর বারো বৎসর বয়সে চার্চিল সুবিখ্যাত হ্যারো (Harrow) পাব্‌লিক স্কুলের সর্বনিম্ন শ্রেণীতে ভর্তি হইলেন। ক্লাশের হাজিরা-বহিতে নামের আদ্যাক্ষর অনুসারে ছাত্রদের নাম লিখিত হইত এবং যেহেতু চার্চিলের নাম,—উইন্‌স্টন চার্চিল কাজেই তাঁর নাম ছিল একেবারে সর্বনিম্নে। পড়াশুনাতেও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নি। নিকৃষ্ট ছাত্র বলেই বরাবর পরিচিত ছিলেন। মেধাবী ছাত্রগণকেই শুধু গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষা শিখানো হইত। চার্চিল কোনদিনই গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষা শিখেন নাই। কিন্তু এর ফল একপক্ষে ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে, কারণ গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ও দুর্বোধ্য ভাষা শিখতে না হওয়ার দরুন চার্চিল নিবিষ্ট মনে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য

অধ্যয়ন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, এবং উত্তরকালে সাংবাদিক, লেখক ও বক্তা হিসাবে তিনি যে জগৎজোড়া খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন তার মূলে ছিল ইংরাজী ভাষার গভীর অনুশীলন। চার্চিল নিজেই বলিয়াছেন, "Thus I got into my bones the essential structure of the ordinary English sentence which is a noble thing." হ্যারো পাবলিক স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া চার্চিল স্যাণ্ডহার্স্ট (Standhurst) সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। চার্চিলের প্রকৃতি চিরকালই ছিল খুব দুর্দান্ত। স্যাণ্ডহার্স্ট বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার কিছুদিন পূর্বে তিনি এমন একটা দুর্ঘটনায় পড়িয়াছিলেন যাহাতে তাঁহার জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ঘটনাটি এই—স্কুলের দীর্ঘ অবকাশে চার্চিল ও পরিবারস্থ অন্যান্য সবাই বোর্ণমাউথে তাঁর খুড়ীর এক প্রশস্ত বাগানবাড়িতে কিছুদিন কাটান। সেই বাগানবাড়ির মধ্যস্থলে ছিল একটা গভীর নালা এবং সেই নালার উপর ছিল একটা কাঠের ব্রীজ। একদিন খেলাচ্ছলে চার্চিলকে তাঁর আপন ছোট ভাই এবং একজন খুড়তুতো ভাই তাড়া করে। প্রায় কুড়ি মিনিট ছোটাছুটির পর চার্চিল সেই কাঠের ব্রাজের উপর এসে উঠেন এবং সেখানে আসিয়া দেখেন যে, তাঁহার পশ্চাদ্ধাবনকারী দু'জন ইতোমধ্যে দুইদিকে ব্রীজের দুই প্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাদের হাত এড়ানো

অসম্ভব। ক্ষণমাত্র দ্বিধা না করিয়া চার্চিল সেই ব্রীজের উপর থেকে নীচে লাফাইয়া পড়িলেন। চার্চিল ভাবিয়াছিলেন যে, ব্রীজের তলায় যে-সব ফার (Fir) গাছ আছে তারই একটার কাণ্ডের সাহায্যে নীচে নামিয়া পালাইবেন, কিন্তু কার্যতঃ তাহা হইয়া উঠিল না। পরন্তু প্রায় ত্রিশ ফিট নীচের শক্ত মাটিতে পড়িয়া গিয়া অজ্ঞান হইয়া যান। তিনদিন পরে জ্ঞান হয় এবং প্রায় তিনমাস ভুগিয়া সুস্থ হন।

২

সামরিক বিদ্যালয়ে

বাল্যকাল হইতেই সৈনিক-জীবনের প্রতি চার্চিলের খুব ঝোঁক দেখা যায়। নেপোলিয়নের মতো তিনিও ছেলেবেলায় খেলাচ্ছলে ব্যূহ-রচনা, সৈন্য-পরিচালনা, দুর্গ-আক্রমণ প্রভৃতির পরিকল্পনা করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার নিজের প্রায় ১৫০০ শত পুতুল-সৈনিক ছিল—এইগুলি ছিল তাঁহার প্রিয় খেলার সামগ্রী। একদিন তাঁহার পিতা এই পুতুল-সৈন্যদলের প্যারেড পরিদর্শন করেন এবং পুত্রকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সে সৈন্যদলে যোগদান করিতে ইচ্ছুক কি না? চার্চিল তৎক্ষণাৎ সম্মতিজ্ঞাপন করিলে পিতা তাঁহার সামরিক শিক্ষারই যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়া দেন।

তাঁহার পক্ষে স্যাণ্ডহার্স্ট কলেজে ভর্তি হওয়া বেশ একটু শক্ত ব্যাপার হইয়াছিল। চার্চিল কোনদিনই বিদ্যালয়ে লেখা-পড়ায় কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই—একথা আগেই বলা হইয়াছে। সুতরাং স্যাণ্ডহার্স্টে তিনি যে তাঁহার চাইতে অনেক সেরা ছাত্রদেরও ডিঙ্গাইয়া ভর্তি হইতে পারিয়াছিলেন তাহা আশ্চর্যের বিষয় বই কি? কিন্তু ইহার ভিতরে বেশ একটু মজার কথা আছে। এবিষয়ে চার্চিলকে বেশ সৌভাগ্যবান্ বলিয়াই মনে করিতে হইবে। স্যাণ্ডহার্স্টে ভর্তি হওয়ার সময় একটা পরীক্ষা লওয়া হইত। পরীক্ষার

পূর্বদিন পরীক্ষায় কি প্রশ্ন আসিতে পারে সেই সম্বন্ধে একটা আন্দাজ করিয়া তিনি নিউজিল্যাণ্ডের ম্যাপ বেশ ভালভাবে আঁকিতে অভ্যাস করেন। সৌভাগ্যক্রমে পরীক্ষাতে ঠিক এই প্রশ্নটাই আসে এবং চার্চিল অনায়াসেই ভর্তির উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন। স্যাণ্ডহার্স্ট সামরিক বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ নূতন পরিবেষ্টনীর মধ্যে চার্চিল শীঘ্রই বেশ সুন্দরভাবে নিজেকে মানাইয়া লইলেন। এই সময় হইতে তাঁহার পাঠোন্নতি আর ব্যাহত হয় নি, বরং মন্দ ছাত্র বলিয়া তাঁহার পূর্বের অখ্যাতি সব বিদূরিত হয়, এবং তিনি সত্বরই শিক্ষণীয় নানাবিষয়ে স্বীয় কৃতিত্ব দেখাইতে সক্ষম হন। সামরিক শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে এখন তাহাকে অশ্বারোহণ বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হয় এবং সওয়ার হিসাবে তিনি সর্বাগ্রগণ্য বলিয়া পরিচিত হন। তিনি নিজেও ঘোড়ায় চড়া খুব পছন্দ করিতেন। এবিষয়ে চার্চিল বলেন :—"I say to parents specially wealthy parents : don't give your son money ; give him horses. No one ever came to grief—except honourable grief—through riding. No hour of life is lost that is spent in the saddle. Youngmen have often been ruined through owning horses or through backing them but never through riding them unless of course they break their necks, which taken at a gallop is a very good death to die."

যথাসময়ে দেড়শত শিক্ষার্থীর মধ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করিয়া চার্চিল সসম্মানে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। এতোদিনে চার্চিলের বাল্যবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে একুশ বৎসর বয়সে ফোর্থ হুসার নামক অশ্বারোহী বাহিনীতে তিনি অফিসার নিযুক্ত হন। দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ বৎসরই চার্চিলের পিতা Mr. Randolph Churchill-এর মৃত্যু হয়, এবং তিনি পিতার উপদেশ ও সাহচর্য হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইলেন। চার্চিলকে শিক্ষানবিশরূপে কঠোর পরিশ্রম ও ব্যায়াম করিতে হইত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অশ্বপৃষ্ঠে নানারূপ কসরৎ অভ্যাস করা ছিল তাঁহার দৈনন্দিন কার্য। অনেক সময় ঘোড়া হইতে নীচে পড়িয়া যাইতেন এবং সঙ্গীরা চোখ টেপাটেপি ও হাসাহাসিও করিত, কিন্তু চার্চিল সর্বদাই যথাসম্ভব পদোচিত গাম্ভীর্য বজায় রাখিতেন। মোট কথা, সামরিক জীবনের জাঁকজমক ও সাহসিকতা চিরকালই চার্চিলের মনকে খুব আকৃষ্ট করিত। সৈনিক জীবনের মধ্যেই তিনি তাঁহার বৃহত্তর জীবনের গৌরব ও আনন্দলাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং পরবর্তী কালে সামরিক ক্ষেত্রেই তিনি অসীম দুঃসাহসিকতা দেখাইয়া খ্যাতিলাভ করেন। পূরা একবৎসর শিক্ষানবিশির পর ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে ফোর্থ হুসার দলের ভারতবর্ষে যাওয়ার কথা স্থির হয়। সেই সুযোগে চার্চিলও প্রথম এদেশে আসেন। যাত্রার পূর্বে এই দলের অফিসারগণকে নিজেদের সাংসারিক

কাজকর্ম গুছাইয়া লইবার জন্য বেশ কিছুদিনের ছুটি দেওয়া হয়। এই সময়েই চার্চিল লণ্ডনের সামাজিক জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। এই সময়েই তিনি পূরা ছয় মাসকাল হার্লিং অথবা রেনেলাতে পোলো (Polo) খেলায় ও অন্যান্য বিচিত্র আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত করেন। সেই সময়ের একটি ভারী মজার ঘটনা তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লিখিত আছে।

তৎকালীন প্রিন্স অব্ ওয়েলসের (পরে যিনি সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড নামে পরিচিত হন) সম্মানার্থ এক প্রীতি-সম্মেলনে চার্চিলের নিমন্ত্রণ হয়। একজন জুনিয়ার সেকেণ্ড লেফ্‌টেনাণ্টের পক্ষে এইরূপ নিমন্ত্রিত হওয়া খুবই সম্মানের বিষয়। চার্চিল ঠিক করিলেন যে, যথা নির্ধারিত সময় সাড়ে আটটায় তিনি সেখানে উপস্থিত হইবেন। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সওয়া সাতটার গাড়িতে রওনা হইলেন। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে সেদিনই ঐ গাড়িটা হইল আধঘণ্টা লেট। যখন সম্মেলনে গিয়ে পৌঁছিলেন তখন সাড়ে আটটা বাজিয়া আরও কুড়ি মিনিট সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ তাঁহার চিরাভ্যাস মত ঠিক সময়েই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ওদিকে পার্টির আয়োজন সব ঠিক-ঠাক। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি তেরজন উপস্থিত। এখন চার্চিল আসিলেই হয়। ইংরাজ জাতির সংস্কার তের সংখ্যাটি অমঙ্গলসূচক। যুবরাজ স্বয়ং এই সংস্কার মানিয়া চলিতেন—

তিনি কিছুতেই তেরজনকে লইয়া পার্টি শুরু হইতে দিলেন না। অগত্যা সবাই ঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া চার্চিলের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময় হাঁফাইতে হাঁফাইতে চার্চিল আসিয়া উপস্থিত। তাঁর বিব্রত ও অপ্রতিভ অবস্থা সহজেই অনুমেয়। যুবরাজ গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "Don't they teach you to be punctual in your regiment, Winston?" যুক্তি-প্রদর্শন নিরর্থক ও বেয়াদবী। মৌনভাবে নতমস্তকে এই মৃদু তিরস্কার শোনা ভিন্ন গতি ছিল না। যাহা হউক, শীঘ্রই আবার যুবরাজের স্বচ্ছন্দ ও অমায়িক ব্যবহার ও হাস্য-কৌতুকে অপ্রতিভ চার্চিলের মনের ভার লাঘব হইয়া গেল।

৩

ভারত পরিভ্রমণ

ইতোমধ্যে ভারত-যাত্রার সব আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া আসিল। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ফোর্থ হুসার দলের বারশত লোক সাদেম্পটন বন্দর হইতে ভারতাভিমুখে যাত্রা করিল এবং পূরা তেইশ দিন পর দূরচক্রবালে বোম্বাইয়ের সৌধচূড়াসমূহ জাহাজযাত্রিগণের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তীরভূমির কিছুদূরে জাহাজের নোঙর ফেলা হয়। তখন ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকা আসিয়া যাত্রিদের দলেদলে সেস্থন ডকে লইয়া যাইতে লাগিল। সমুদ্রের অবস্থা ছিল সেদিন বেশ অশান্ত,—ঢেউয়ের তাড়নায় ডিঙ্গিগুলি প্রবলভাবে আন্দোলিত হইতেছিল। এদিকে ডকের প্রস্তরনির্মিত সিঁড়িগুলি ছিল যেমন খাড়া আর তেমনি পিচ্ছল। উঠানামার সুবিধার জন্য পাথরের গায়ে মোটা মোটা লোহার আংটা আটকানো ছিল। ডিঙ্গিটা তীরভূমির নিকটবর্তী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চার্চিল ঐরকম একটা আংটা ধরিয়া ফেলিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ঢেউয়ের প্রচণ্ড ধাক্কায় ডিঙ্গিটা বিপরীত দিকে ছিট্‌কাইয়া সরিয়া যাওয়ায় তিনি যে হাত দিয়া লোহার আংটাটা ধরিয়াছিলেন সেই হাতে ও সেই দিককার কাঁধে অত্যন্ত গুরুতর হেঁচ্‌কা টান লাগে এবং কাঁধের হাড় সাময়িকভাবে স্থানচ্যুত হয়। এই আঘাতের ফল

সারাজীবন তাঁকে ভুগিতে হইয়াছিল। সময় সময় অতি তুচ্ছ কারণেই—যেমন পেটের নীচে হাত রাখিয়া শোয়া বা শেলফ্ হইতে বই লওয়া—সেই আহত স্কন্ধের একটি হাড় স্থানচ্যুত হইয়া পড়িত। একবার পার্লামেণ্টে বক্তৃতা দিবার সময় দুই বাহু বিস্তার করিয়া একটা বিশেষ ভঙ্গী প্রকাশ করিতে গিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু চার্চিলের মতে জগতের সবকিছু অমঙ্গলের মতো এই দুর্ঘটনার মধ্যেও একটা ভাবী মঙ্গলের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল। নতুবা Omdurman-এর যুদ্ধে এই দৈহিক অসামর্থ্য নিবন্ধন যদি তরবারির পরিবর্তে পিস্তল ব্যবহার না করিতেন তবে খুব সম্ভব সেইখানেই তাঁর জীবননাট্যের উপর শেষ যবনিকাপাত হইত।

বোম্বাইয়ে দিনকয়েক বিশ্রামের পর চার্চিল সদলবলে মহীশূরের অন্তর্গত বাঙ্গালোরে প্রেরিত হইলেন। সেখানে তিন বন্ধুতে একত্র হইয়া একটা প্রকাণ্ড আস্তাবল-সমন্বিত বাংলো ভাড়া করিলেন। তারপর কতগুলি বাছাবাছা তেজী ঘোড়া ক্রয় করিলেন এবং এইখানেই চার্চিলের প্রথম ভারতীয় প্রবাসজীবন শুরু হইল—পোলো খেলার তীব্র উত্তেজনার মধ্য দিয়ে। চার্চিলদের দল ছয় সপ্তাহের মধ্যেই পোলো খেলায় এতদূর পারদর্শিতা লাভ করিল যে, হায়দ্রাবাদের গোলকুণ্ডা টুর্ণামেণ্টে তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ গোলকুণ্ডাদলকে হারাইয়া একেবারে সবাইকে তাক্ লাগাইয়া দিল। পোলো খেলা ছাড়াও নানারূপ সামরিক প্যারেড, ড্রিল

প্রভৃতি নিয়মিত অভ্যাস করিতে হইত। প্রত্যূষের পূর্বেই আব্ছা আব্ছা অন্ধকারে নাপিত আসিয়া গালে মুখে সাবানফেনা লাগাইয়া ক্ষৌরকর্ম শেষ করিত, এবং ছয়টার সময় সমস্ত রেজিমেণ্টের ড্রিল আরম্ভ হইত। দেড় ঘণ্টাকাল কঠোর পরিশ্রমের পর হইত স্নান ও প্রাতরাশ এবং আরও কিছু কাজের পর বেলা এগারটায় বিশ্রামের অবকাশ পাওয়া যাইত। দেড়টার সময় লাঞ্চ সমাধা হইয়া গেলে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত দিবানিদ্রা বা পড়াশুনার সুযোগ মিলিত। আবার বৈকাল পাঁচটার সময় পোলোখেলার সাজ-সজ্জায় সমস্ত ব্যারাক সজীব ও চঞ্চল হইয়া উঠিত। এই সময়ে পোলোখেলাই ছিল চার্চিলের প্রধান আনন্দ ও আকর্ষণ। প্রায় ঘণ্টা দুই খেলার পর যখন খেলার মাঠের উপর সন্ধ্যার দীর্ঘ ছায়া ঘনাইয়া আসিত তখন বাংলোতে ফিরিয়া উষ্ণ জলে স্নানান্তে রাত্রি আটটায় ডিনারে উপস্থিত হইতেন। ডিনারের সময় রেজিমেণ্টের নিজস্ব ব্যাণ্ড বাজিত। তারপর মুক্ত নির্মল আকাশের নীচে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় বসিয়া নিশ্চিন্তে ধূমপান ও বিশ্রাম। এগারটার সময় শয্যাগ্রহণের সাংকেতিক আদেশ জারি হইলে সমস্ত ব্যারাক সুষুপ্তিমগ্ন হইয়া পড়িত। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের শেষাশেষি চার্চিলের যখন বাইশ বৎসর বয়স সেই সময় তাঁহার মনে অধ্যয়ন-স্পৃহা জাগরিত হয়। পরিচিত বহু ব্যক্তি ও বন্ধু-বান্ধব অনেকেই এই বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিস্তর লেখাপড়া শিখিয়াছেন—

কিন্তু সে জন্য তাঁহার মনে কোনদিন বিন্দুমাত্রও ক্ষোভ হয় নাই, বরঞ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী বন্ধুদের প্রতি তিনি বরাবরই একটা করুণামিশ্রিত অবজ্ঞার ভাব পোষণ করিতেন। তিনি ভাবিতেন যে, হইতে পারে উহারা অনেক পুঁথিগত জ্ঞান অর্জন করিয়াছে, কিন্তু আমরা তাহা অপেক্ষা অনেক বড় ও দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত আছি—আমাদের উপরেই এই বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার ভার ন্যস্ত আছে। এখানে একথা উল্লেখযোগ্য যে, ভূতপূর্ব ভারত সচিব মিঃ আমেরী স্কুলে চার্চিলের সহাধ্যায়ী ছিলেন। আমেরী ছিলেন প্রতিভাবান্ ছাত্র। একদিন খেলাচ্ছলে চার্চিল অপেক্ষাকৃত কৃশ, দুর্বল ও খর্বকায় সহাধ্যায়ীকে নদীর জলে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়েছিলেন। কেন বলা যায় না, কিন্তু চার্চিলের মনে এই সময় পড়াশুনার প্রতি একটা প্রবল ইচ্ছা জন্মে। ব্যারাক-জীবনের দীর্ঘ অলস মধ্যাহ্নগুলি যেন আর কাটিতে চাহিত না। অন্য দশজনের মতো দিবানিদ্রায় বা তাস খেলায় সময় অতিবাহিত করা ছিল চার্চিলের স্বভাববিরুদ্ধ। ইংলণ্ডে মাতার নিকট চিঠি লিখিয়া তিনি ধনবিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাসের বহু গ্রন্থ আনাইলেন এবং পূরা দুইটি বৎসর অখণ্ড মনোযোগের সহিত নানাবিষয়ে বহু পড়াশুনা করিলেন। এইভাবেই চার্চিলের অগাধ পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের গোড়াপত্তন হইল।

৪

সীমান্ত অভিযান

ভারত প্রবাসের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অভিযান। প্রকৃত যুদ্ধ জিনিসটা কিরূপ জানা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করা—ইহাই ছিল চার্চিলের সামরিকবৃত্তি অবলম্বনের মূল উদ্দেশ্য। ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে তিনমাসের অবকাশ লইয়া তিনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। সেখানে থাকিতেই খবর পাইলেন যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাঠান উপজাতীয় দল বিদ্রোহী হইয়াছে এবং সেই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য স্যার বিণ্ডন ব্লাডের নেতৃত্বে Malakand Field Force নামে এক বাহিনী হইয়াছে এবং শীঘ্রই এই বাহিনী সীমান্ত অভিমুখে রওনা হইবে। স্যার বিণ্ডন ব্লাড্ চার্চিল-পরিবারের পুরাতন বন্ধু, এবং সময়মতো প্রকৃত যুদ্ধে যোগদান করিবার সুযোগ দিবেন বলিয়া চার্চিলের নিকট পূর্ব হইতেই প্রতিশ্রুত ছিলেন। অতএব মুহূর্তমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া স্যার বিণ্ডনকে তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া চার্চিল টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন এবং ঠিক পরবর্তী মেল জাহাজেই আবার ভারতাভিমুখে রওনা হইলেন। ফোর্থ হুসার বাহিনীর কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে চার্চিলকে কোনরূপ বাধা দেন নাই। বাঙ্গালোরে ফিরিয়াই তিনি নাওশেরা যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালোর থেকে নাওশেরা ২০২৮ মাইল—

দীর্ঘ পাঁচদিন অসহ্য গরমে প্রায় অর্ধদগ্ধ অবস্থায় গন্তব্য স্থানে গিয়া পহুঁছিলেন। রেলওয়ে স্টেশন হইতে স্যার বিণ্ডন ব্লাডের শিবির চল্লিশ মাইল দূরে—ঘোড়াটানা টাঙ্গায় ঘর্মাক্ত, ক্লান্ত ও ধুলিধূসরিত অবস্থায় সন্ধ্যার কাছাকাছি সৈন্য শিবিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দুইটা টাট্টু ঘোড়া ও অন্যান্য আবশ্যকীয় সাজসজ্জার উপকরণ কিছু কিছু কিনিতে হইল। এই সব জিনিস শিবিরেই নীলামে বিক্রয় হয়—যেসব অফিসার মৃত বা নিহত হন তাঁহাদের তৈজসপত্র এই-ভাবে কিনিতে পাওয়া যায়। মৃত সহকর্মীদের ব্যবহৃত সাজ-পোশাক ব্যবহার করিতে প্রথম প্রথম চার্চিলের মনে কোথায় যেন একটা সমবেদনাসূচক ব্যথা কাঁটার মতো খচ্ করিয়া বিঁধিত।

ভারতবর্ষে সমরাভিযান এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা! নৈসর্গিক দৃশ্যের নিত্যপরিবর্তনশীল বৈচিত্র্য এবং এদেশের নানা জাতীয় ও নানা প্রকৃতির লোকের সংসর্গ—জগতের কুত্রাপিও পাওয়া যায় না। সংকীর্ণ গিরিসংকটের মাথার উপরে রৌদ্রদগ্ধ ধূসর আকাশ, দুই পার্শ্বে বিশাল দুর্ভেদ্য, দুরারোহ পাথরের দেওয়াল, মধ্যে মধ্যে কোথাও সংকীর্ণ, কোথাও বা স্ফাতবক্ষ গলিত-তুষারপুষ্ট তীব্রগতি পার্বত্য নদী। এই অপূর্ব নৈসর্গিক পরিবেশের মধ্যে বাস করে এক অদ্ভুতজাতি—ক্রূর, দুর্ধর্ষ, দুর্মদ, নিঃশঙ্ক, নির্মম। বৎসরের মধ্যে এক ফসল কাটার সময় ভিন্ন অন্য সবসময়ে এই সব

সামান্ত উপজাতায়েরা হয় গৃহযুদ্ধে না হয় বহির্যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। প্রত্যেকটি লোকই যোদ্ধা। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দুইটি নূতন জিনিস এই উপজাতিগুলির উপর এক নূতন প্রভাব বিস্তার করে—এক হইল বন্দুক ও রাইফেল আর অপরটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কঠোর শাসন।

বন্দুক ও রাইফেল জিনিসটাকে এই দস্যুপ্রকৃতির জাতিরা যে পরিমাণ সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিল—ব্রিটিশ শাসনের কঠোরতা ঠিক সেই বা ততোধিক পরিমাণেই উদ্রিক্ত করিল তাদের ক্রোধ ও বিরক্তি। রাইফেলের অশেষ গুণ ও সুবিধা এই দস্যুরা খুব তাড়াতাড়িই বুঝিতে পারিল এবং রাইফেল সংগ্রহের জন্য যে-কোন অসদুপায় অবলম্বন করিতে দ্বিধাবোধ করিল না। ভারতের সর্বত্র গোপনে রাইফেল বিক্রয়ের ব্যবসা অতি দ্রুত প্রসারলাভ করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল চুরিও অসম্ভব বাড়িয়া গেল। রাইফেলের সাহায্যে দেড় হাজার গজ দূর হইতে অলক্ষিতে শত্রুকে আঘাত করা যায়। দস্যুরা গিরিসংকট মধ্যবর্তী ব্রিটিশের নূতন যানবাহন চলাচলের পথের আশে-পাশে লুকাইয়া থাকিত এবং অতর্কিত আক্রমণ দ্বারা (Sniping) নির্দোষ পথিক ও বণিক সম্প্রদায়কে যৎপরোনাস্তি পর্যুদস্ত ও আতঙ্কিত করিয়া তুলিত। ইহা ছাড়া, এই দস্যুদল সুযোগ পাইলেই পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া পার্শ্ববর্তী গ্রাম, শহর ও জনপদের উপর অকথ্য উৎপীড়ন ও লুণ্ঠন চালাইত। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ

এই নিষ্ঠুর লুণ্ঠনকারিদের শায়েস্তা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। কাজেই সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিল।

যাহা হউক যথানির্দিষ্ট সময়ে সীমান্ত অভিমুখে মালকান্দ্ ফিল্ড ফোর্স বাহিনীর যাত্রা শুরু হইল। যাত্রা-পথের প্রথমেই পড়ে মামুন্দ উপত্যকার মুখ। এই উপত্যকা প্রস্থে প্রায় দশ মাইল এবং অনেকটা কড়াইয়ের (pan) আকারবিশিষ্ট। এই উপত্যকার অধিবাসী মামুন্দ উপজাতি অত্যন্ত দুর্ধর্ষ। প্রথমেই স্থির হইল যে, এদের আগে কিছু বলা হইবে না। কিন্তু রাত্রিতে যখন এই উপত্যকার প্রবেশপথের অনতিদূরে ছাউনি ফেলা হইল, তখন শিবিরের আলোকমালায় আকৃষ্ট হইয়া মামুন্দ দলই প্রথম গুলিবর্ষণ আরম্ভ করে—কয়েকজন সামান্য আঘাত পাওয়া ছাড়া আর কোন গুরুতর ক্ষতি ঘটিল না। স্যার বিণ্ডন তাঁহার তাঁবুতে নিরুদ্বেগে নৈশভোজন সমাধা করিলেন। কিছুক্ষণের জন্য আলো নিভাইয়া দেওয়া হইল। সে রাত্রে এর বেশী আর কিছু ঘটে নাই। কিন্তু পরদিন আবার যাত্রা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই উৎপাত শুরু হইল। প্রায় তিনঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে দস্যুদল ব্রিটিশ সেনা-বাহিনীর উপর গুলিবর্ষণ করিতে লাগিল। প্রায় চল্লিশজন লোক ও অনেকগুলি ভারবাহী পশু খোয়া গেল। এর প্রতিবিধান আবশ্যক। জেনারেল জেফ্রি সেকেণ্ড ব্রিগেড নিয়ে মামুন্দ-দলকে দমন করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। স্যার বিণ্ডন

চার্চিলকে ডাকিয়া বলিলেন, "যুদ্ধ দেখ্‌তে চাও, তাহ'লে জেফ্রির দলে জুটে পড়।" জেফ্রির অধীনে সর্বসাকুল্যে লোক ছিল বারশত—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া এবং একটা পাখার মত (fanwise) ব্যূহ রচনা করিয়া এই সৈন্য দল মামুন্দ উপত্যকায় প্রবেশ করিল। চার্চিল ছিলেন অশ্বপৃষ্ঠে বাহিনীর মধ্যস্থলে।

উপত্যকার ঠিক মধ্য দিয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দূরবীন দিয়া দেখা গেল যে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় দলে দলে বিভক্ত বহু লোকের সমাবেশ হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে উভয় দলই পরস্পরের দিকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল—কিন্তু দূরত্বের জন্য কারুরই বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। তারপর একদল শিখসৈন্যকে অগ্রসর হইয়া পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত একটা মাটির ঘরের ছোট গ্রাম দখল করিতে আদেশ দেওয়া হইল। চার্চিল তাঁর টাট্টুটা একজন ভারতীয় সৈন্যের জিম্মায় রাখিয়া শিখদের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইলেন। পর্বতের উপর হইতে দু'চারিটা গুলিবর্ষণ ছাড়া আর কোন উৎপাত হইল না। মনে হইতেছিল কোথাও যেন কোন শত্রু নেই—সর্বত্রই একটা গভীর নৈঃশব্দ্য ও শান্তি। তখন বেলা প্রায় এগারোটা। শিখসৈন্যের ছোট দলটি তখন পাহাড়ের গায়ে অনেকদূর উঠিয়া গিয়াছে—হঠাৎ চার্চিলের মনে হইল—এবং পিছনে তাকাইয়া দেখিলেন—কই জেফ্রির সৈন্যদলের কোন চিহ্নই

তো নাই! এই কয়েক ঘণ্টামাত্র পূর্বে বারশত সৈন্য এই পথে উপত্যকায় প্রবেশ করিয়াছে—তাহারা গেল কোথায়! এই বিশাল উপত্যকা যেন একটা বিরাট কুম্ভীরের মতো জেফ্রির গোটা বাহিনীটাকে বেমালুম গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে! শীঘ্রই একটা অপ্রত্যাশিত রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটিবে এই রকম চার্চিলের মনে হইতে লাগিল। যখন এই ক্ষুদ্র দলটি গ্রামের ভিতর গিয়া ঢুকিল তখন দেখা গেল গ্রামের ভিতর কেউ নাই—সব পালাইয়াছে। চার্চিল ও আরও নয় জন সৈন্য গ্রামটির প্রবেশ পথ আগলাইয়া রহিলেন—অন্যান্যেরা গ্রামের ভিতর ঢুকিলেন। এমন সময় ভারপ্রাপ্ত কর্ণেল হঠাৎ ফিরিয়া যাইতে হুকুম দিলেন—কর্ণেলের মনে হইতেছিল যে তাঁরা যেন এক নিরবলম্ব দোদুল্যমান অবস্থায় শূন্যে অবস্থান করিতেছেন। কর্ণেলের ধারণাই ঠিক। চার্চিল ও তাঁর সঙ্গী নয় জন সৈনিক পশ্চাদপসরণের পথ আগলাইয়া থাকিলেন। বাকি অন্য সব গ্রামটির কিছু নীচে একটা টিলার উপর গিয়া উঠিলেন। এইবার চার্চিলদের প্রতি নামিয়া আসিবার হুকুম হইল। সেই মুহূর্তেই যেন যাদুমন্ত্রের প্রভাবে সমস্ত পর্বতপ্রদেশ সহসা সজীব ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। চূড়ায় চূড়ায় বহু অস্ত্রধারী দস্যুর মূর্তি দেখা গেল—বন্দুকের শব্দ হইতে লাগিল। পাহাড়ের আড়াল হইতে অগ্নিবর্ষণ ও বিস্ফোরণ আরম্ভ হইল। অগ্রগামী দল দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। চার্চিল ও নয় জন

কয়েক পদ অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গুলির আঘাতে তিন জন নিহত হইল। একজন ইংরাজ সৈনিক গুরুতররূপে আহত হইয়া চার্চিলের ঠিক পার্শ্বেই ভূমিতে পড়িয়া রক্তাক্ত অবস্থায় যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। একজন গুলি-বিদ্ধ হইয়া কুণ্ডলীর মতো মাটির উপর ছটফট করিতে লাগিল। এইসব আহতগণকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া যায় না—তাহা হইলে এই দস্যুদলের হাতে ইহাদের তিলে তিলে অকথ্য নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইতে হইবে। যাহারা আহত হয় নাই তাহারাই এদের বহন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। এমন সময় ইংরাজ অ্যাড্‌জুটেণ্ট (Adjutant) আরও কয়েকজন সৈন্য লইয়া ইহাদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইলেন। হঠাৎ গুলির আঘাতে অ্যাড্‌জুটেণ্টও আহত হইলেন—চারজন শিখ তাঁকে বহন করিয়া যাইতে লাগিল। এমন সময় প্রায় ছয়জন পাঠান দস্যু এই বাহকদের তীব্রভাবে আক্রমণ করিল—বাহকেরা অ্যাড্‌জুটেণ্টকে ফেলিয়াই ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাইয়া গেল। তখন দস্যুদের দলপতি স্বয়ং হতভাগ্য অ্যাড্‌জুটেণ্টের উপর লাফাইয়া পড়িয়া বার বার তরবারি দ্বারা তাহার মুমূর্ষু দেহটাকে আঘাত করিতে লাগিল। এই চরম সঙ্কট মুহূর্তে চার্চিল কোষবদ্ধ পিস্তল বাহির করিলেন এবং সেই দলপতির দিকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলেন। কিন্তু কই? একবার, দুইবার, তিনবার পিস্তলের ঘোড়া টিপিতেছেন, কিন্তু পিস্তল

বিকল—গুলিবর্ষণ হইল না। আর একবার চেষ্টা করিলেন—এইবার বোধ হয় পিস্তলের গুলিতে দস্যু সরদার আহত হইল, এবং লোকটা দৌড়াইয়া একটা প্রকাণ্ড পাথরের পিছনে গিয়া হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িল।

এতক্ষণ পর্যন্ত উভয় পক্ষই অনবরত গুলিবর্ষণ করিতেছিল। এমন সময় দেখা গেল জেফ্রির বাহিনীর আর একদল এই দিকেই দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। দস্যুদল প্রথমে একটু থমকিয়া দাঁড়াইল তারপর পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পালাইয়া গেল। বিপদ আপাততঃ শেষ হইল। জেফ্রির দলের উপর আদেশ ছিল মামুন্দ উপজাতির গ্রামগুলিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়া দিবার। অতঃপর একটার পর একটা গ্রাম একেবারে উপত্যকার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত উৎখাত করিয়া দেওয়া হইল। ঘর বাড়ী ভাঙিয়া, শস্যভাণ্ডার পুড়াইয়া, পানীয় জলের কূপগুলি বুজাইয়া দিয়া এবং ছায়াশীতল বড় বড় গাছগুলি কাটিয়া এই দস্যুদলের দৌরাত্ম্যের প্রতিশোধ লওয়া হইল। দুই সপ্তাহের মধ্যেই সমস্ত উপত্যকা পর্যুদস্ত করিয়া ব্রিটিশ শাসনের সম্মান দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করা হইল। চার্চিলের খুব ইচ্ছা ছিল স্যার বিণ্ডন ব্লাডের বাহিনীতেই স্থায়িভাবে থাকার, কিন্তু স্বীয় ফোর্থ হুসার দলের নায়কের আপত্তিতে তাহা হইয়া উঠিল না। অগত্যা সীমান্ত অভিযান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে বাঙ্গালোরে ফিরিয়া গিয়া নিজ বাহিনীতে যোগদান করিতে হইল।

সীমান্ত অভিযানে যোগদান করিবার সময় তাঁহার মাতার চেষ্টায় চার্চিল লণ্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ্ পত্রিকার সংবাদ-দাতা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রেরিত চিঠিপত্র ডেইলি টেলিগ্রাফের পাঠকসমাজে তথা ইংলণ্ডের জন-সাধারণের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালোরে প্রত্যাবর্তন করিয়া এইবার তিনি সেই চিঠিগুলিকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার মাতার উদ্যোগেই তাঁহার প্রথম পুস্তক "The Malakand Field Force" লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। পাঠক ও সমালোচক মহলে চার্চিলের এই প্রথম সাহিত্যিক অবদান বিশেষ প্রশংসা ও সমাদর লাভ করে। যে চার্চিল স্কুলে কোনো কালেই ভাল ছাত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারেন নাই এবং যাঁহার রচনা কোনোদিনই "অতিসাধারণ", "মন্দ" বা "অতি মন্দ" ছাড়া অন্যরূপ বিবেচিত হইত না তাঁহার পক্ষে এই সম্মান যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি আশাপ্রদ।

৫
সুদানের যুদ্ধ

ভারত সীমান্তের গোলযোগ চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্বেই মধ্য আফ্রিকার মরু অঞ্চলে এক বিষম উৎপাত প্রধূমিত হইয়া উঠিল। মিশরের দক্ষিণে বিশাল সুদান রাজ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সুদান অঞ্চলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ নানাভাবেই খর্ব হইতেছিল। মাধী নামধেয় এক দরবেশ নিজেকে আল্লার দ্বিতীয় নবী বলিয়া প্রচার করে এবং সমগ্র সুদানে এক অখণ্ড ইস্‌লামরাজ্য স্থাপনে প্রয়াস পায়। মিশর ইংরাজের করতলগত। দুই রাজ্যের সীমান্তে গণ্ডগোল ও ছোটখাট সংঘর্ষ প্রায়ই লাগিয়া থাকিত। তাছাড়া সুদানের বিস্তৃত কার্পাস ক্ষেত্রেও ইংরাজের বিশেষ দরকার। ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে এই সকল খণ্ড খণ্ড সংঘর্ষের এক অতি শোচনীয় পরিসমাপ্তি ঘটে। সেনাপতি গর্ডন খারটুম শহরে অবরুদ্ধ হইয়া মাধী কর্তৃক অতি নির্মম ভাবে নিহত হন। এই মর্মন্তুদ সংবাদে ইংলণ্ডের জনসাধারণ বিচলিত ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠে। তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী লর্ড সেলিস্‌বেরী ও তদীয় মন্ত্রিসভা মাধী বিদ্রোহ দমনে বদ্ধপরিকর হন। এবং লর্ড কিচেনারকে কুড়ি হাজার সৈন্যের নেতৃত্বে নিযুক্ত করিয়া—মাধী বিদ্রোহ-দমনে প্রেরণ করা হয়। নীল নদের প্রাথমিক যুদ্ধে দরবেশের দল পরাজিত হয়। কিন্তু সুদান রাজ্যের মধ্যস্থলে এবং

মিশর সীমান্ত হইতে প্রায় দুইশত মাইল দূরে অবস্থিত মাধীর রাজধানী ওমদারমান শহর। ইহাই মাধীর শক্তিকেন্দ্র। সুতরাং ওমদারমান জয় ও মাধীর সমস্ত সৈন্যদলকে পরাভূত করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এই উদ্দেশ্যে লর্ড কিচেনারের নেতৃত্বে Sudan Regiment গঠিত হইল, এবং চার্চিল অনেক তদ্বির করিয়া এই দলে যোগদান করার অনুমতি লাভ করিলেন। কিচেনারের বাহিনী কায়রো হইতে রওনা হয়। কিছু স্থলপথে, কিছু জলপথে এবং কিছু রেল যোগে—এই ভাবে প্রায় তেইশ দিনে বহু মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া ওমদারমানের উত্তরে প্রায় আঠার মাইল দূরবর্তী একস্থানে এই বিরাট সৈন্যবাহিনী আসিয়া উপস্থিত হইল। তৎকালীন যুদ্ধ ও বর্তমানের যুদ্ধ বিগ্রহ এ দুইয়ের ভিতর আকাশ-পাতাল তফাৎ। তখনকার দিনে যুদ্ধ ছিল অনেকটা ব্যক্তিগত শৌর্য-বীর্য প্রকাশের সুযোগক্ষেত্র। যুদ্ধ ব্যাপারটা এখনকার দিনের মতো এতো ব্যাপক যান্ত্রিক নিষ্ঠুরতার অভিব্যক্তিরূপে পরিগণিত হয় নাই। যুদ্ধের মধ্যেও একটা রোমাঞ্চকর উল্লাস ও সাহসিকতার স্থান ছিল। যুদ্ধের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা লাভের আশায় উন্মুখ হয়েই চার্চিল এই বাহিনীতে স্বেচ্ছায় যোগদান করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ভাগ্যে সেই অভিজ্ঞতা-লাভও হইয়াছিল প্রচুর। ১লা সেপ্টেম্বর কিচেনার-বাহিনী ওমদারমান অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। শীঘ্রই সুদূর দক্ষিণ দিক্‌চক্রবালের প্রান্তসীমায় মধ্যাহ্নতেজো-

দীপ্ত মরুমায়ার আভাসে চকিতের মতো শাদা শাদা কী যেন দৃষ্টিগোচর হইল। একটা বালুর ঢিপির উপর আরোহণ করিতেই দেখা গেল যে ঠিক সামনেই অগ্রগামী Patrol বাহিনী দাঁড়াইয়া কী যেন লক্ষ্য করিতেছে। শীঘ্রই শত্রুর সংবাদ পাওয়া গেল। কিচেনার-বাহিনী সেইখানেই সেদিনকার মতো শিবির স্থাপন করিল। ১লা সেপ্টেম্বর কোন যুদ্ধ হইল না। পরদিন প্রত্যুষেই দেখা গেল সম্মুখের একটা বালুর পাহাড়ের অন্তরালে মাধী বাহিনী—সংখ্যায় ষাট হাজার—সেই পাহাড়ের সানুদেশ অতিক্রম করিয়া কিচেনার-বাহিনীর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর উভয় দলই পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া আসন্ন ঝটিকার পূর্ব মুহূর্তের মতো কিছুক্ষণ স্তব্ধ ও স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইল। এই আসন্ন সংঘর্ষ যেন প্রাচীন ও বর্তমানের মধ্যে এক চরম দ্বন্দ্ব। মধ্যযুগীয় বর্বরতা যেন আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৌশলের সহিত বল পরীক্ষায় আগুয়ান। একদিকে বর্বর, নিষ্ঠুর ও ধর্মান্ধ মাধী-দরবেশ, অপর দিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ও আধুনিক প্রথায় শিক্ষিত লর্ড কিচেনারের দুর্ধর্ষ বাহিনী। এই দ্বন্দ্বের ফলাফলও গভীর কৌতূহলোদ্দীপক। বর্শাধারী শত্রুদল বর্ষার প্লাবনের মতো দুর্বার বেগে প্রথমে কিচেনার-বাহিনীকে আক্রমণ করে কিন্তু রাইফেলের গুলিবর্ষণে আক্রমণকারি-দল পর্যুদস্ত হয় এবং প্রায় ছয় হাজার হতাহত হইলে রণে

ভঙ্গ দিয়া পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। দরবেশ সৈন্যদলে প্রায় কুড়ি হাজার রাইফেলধারী যোদ্ধাও ছিল। বর্শাধারী দলের প্রাথমিক আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার পর রাইফেলধারী সৈন্যদল মাটিতে ওৎ পাতিয়া বসিয়া কিচেনার-বাহিনীর উপর গুলিবর্ষণ শুরু করিল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই কিচেনার-বাহিনীর প্রায় তুশ জন সৈন্য নিহত হয়। দরবেশের প্রথম আক্রমণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে ভাবিয়া এবং ওমদারমান খুব নিকটবর্তী দেখিয়া কিচেনার এখন সমস্ত বাহিনীকে ঘুরাইয়া দরবেশ দলের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া শহরাভিমুখে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। কিন্তু প্রায় পনর হাজার সৈন্যগঠিত দরবেশ দলের বাম পার্শ্ব তখনও সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় আক্রমণের সুযোগ অপেক্ষা করিতেছিল। এইবার তাহারা কিচেনারের সুদানী বাহিনীর পশ্চাদ্‌ভাগে অমিতবিক্রমে ঝাঁপাইয়া পড়িল। প্রথম আক্রমণ হইতে বহুগুণে তীব্রতর এই দ্বিতীয় আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু শেষটায় বহু সংখ্যক লোক হতাহত হওয়ার পর মধ্যযুগীয় যুদ্ধপরাক্রম আধুনিক অস্ত্রবলের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল। দরবেশীয় সৈন্যের মৃতদেহে আচ্ছাদিত সমগ্র রণক্ষেত্র সে এক ভীষণ দৃশ্যের সৃষ্টি করিল। দরবেশের অবশিষ্ট সৈন্য মরীচিকা-বিভ্রমের মতোই সেই ধূ-ধূ বালুময় প্রান্তরের দিকে দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পলকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

চার্চিল নিজে ছিলেন অশ্বারোহী দলে। এইবার হুকুম হইল "টিলার উপর ওঠ এবং সম্মুখে আরও কতো এবং কোথায় শত্রু-সৈন্য আছে—তাহাই পর্যবেক্ষণ কর।" হুকুমমতো অশ্বারোহী দল দ্রুতগতিতে টিলা অতিক্রম করিল, কিন্তু সম্মুখে শত্রু সৈন্য কোথায়! হঠাৎ ধাবমান অশ্বারোহী দলের কিয়দ্দূরেই প্রায় দেড়শত শত্রুর দেখা মিলিল। সেই শত্রুদলও তৎক্ষণাৎ গুলিবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিল। এদিকে বিউগল ধ্বনিসঙ্কেতে অশ্বারোহী দলকে শত্রু-আক্রমণ করিবার হুকুম দেওয়া হইল। চার্চিল ছিলেন এক সুদৃশ্য আরবীয় অশ্বপৃষ্ঠে, হাতে উন্মুক্ত তরবারি। স্কন্ধ দেশের বন্ধনী-হাড়টি যে কোন মুহূর্তেই বিকল হইতে পারে এই আশঙ্কায় প্রথমেই তিনি অসি কোষবদ্ধ করিলেন এবং খাপ হতে পিস্তল খুলিয়া লইলেন। ধাবমান ঘোড়ার পিঠে বসিয়া এইটুকু কাজ শেষ করিতেই বেশ খানিক সময় লাগিল—ততক্ষণ আর ডাইনে বাঁয়ে তাকাইয়া দেখিবার অবসর ছিল না। গুলিভরা পিস্তল হাতে লইয়া এদিক ওদিক তাকাইতে প্রথমেই চোখে পড়িল যে, তিনি এমন স্থানে আসিয়া পড়িয়াছেন যেখানে তাঁর চারদিকেই শত্রু—কিন্তু কই তাঁহার নিজ সৈন্যদল কোথায়! মাধীসৈন্য বেপরোয়াভাবে গুলিবর্ষণ করিতেছে—বারুদের ধোঁয়ায় ও গন্ধে আকাশ আচ্ছন্ন। কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই তিনি অনুভব করিতেছিলেন যে তিনি এখনও আহত হন নাই। সম্মুখে দশ গজেরও

কম দূরে দুটি কালোমূর্তি অসি হস্তে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল, কিন্তু চার্চিলের অব্যর্থ পিস্তলের গুলিতে দুজনেই ভূপাতিত হইল। ইতোমধ্যে চার্চিলের দলভুক্ত অশ্বারোহীরাও শত্রুর উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। হঠাৎ চার্চিলের ঠিক সম্মুখেই যেন মাটির ভিতর হইতে বাহির হইয়া একটা বিরাটকায় কালোমূর্তি তরবারি হাতে চার্চিলকে আক্রমণ করিল। চক্ষুর 'পলকে ঘোড়াটাকে ঘুরাইয়া লইয়া চার্চিল সেই আক্রমণ ব্যর্থ করিলেন এবং পিস্তলের গুলিতে সেই ব্যক্তির দফাও ঠাণ্ডা করিলেন। এই তাঁহার প্রথম নিজ হাতে শত্রুর প্রাণসংহার— গর্ববোধ ও তীব্র উল্লাস তাঁহার সারা দেহে একটা অবর্ণনীয় উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল। কিন্তু তাহা মুহূর্তের জন্য। আরও কিছুসময় হাতাহাতি মুখোমুখী যুদ্ধ চলিল। কিন্তু ক্রমেই দরবেশীদল হতবল ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া শেষে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। কিচেনার দলও সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র তাহাদেরই করতলগত হইল,—ইংরাজ বাহিনীই জয়লাভ করিল। দরবেশীয় বাহিনী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হওয়ার পর কিচেনার অনায়াসেই ওমদারমান দখল করিয়া লইলেন। চিরতরে মাধী-বিদ্রোহ দমন হইল, এবং সুদানরাজ্য ইংরেজের কুক্ষিগত হইল।

অতঃপর চার্চিল ছুটি লইলেন এবং ডিক্ মলিনিউ নামক একজন আহত অফিসারের সঙ্গে কায়রো হইতে ইংল্যাণ্ড

অভিমুখে রওনা হইলেন। ডিকের ডান হাতের কব্জীতে একবার একটা তরবারির কোপ লাগিয়াছিল। একদিন জাহাজের ডেকে বসিয়া চার্চিল ও ডিক্ গল্পসল্প করিতেছিলেন এমন সময় জাহাজের আইরিশ ডাক্তার আসিলেন ডিকের আহত স্থান পরিচর্যা করিবার জন্য। ডিকের ঘায়ের মুখ সেলাই করার জন্য এক খণ্ড তাজা চামড়া চাই, তাই চার্চিলের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট, গম্ভীর ও রুক্ষ স্বরে সেই আইরিশ ডাক্তার চার্চিলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন: "Oi'll have to take it off you." অব্যাহতি ছিল না। ক্ষুর দিয়া চার্চিলের হাতের উপর হইতে মাপমত একটুকরা চামড়া কাটিতে কাটিতে ডাক্তার আবার বলিলেন: "Ye've heard of a man being flayed alive? Well this is what it feels like." চামড়া কাটিয়া লইবার সময় চার্চিলের যে সুখের কোন অনুভূতি হয় নি সেকথা বলাই বাহুল্য। যাহা হউক বন্ধু ডিকের হাতে সেই চামড়া খণ্ডের অস্তিত্ব—আর চার্চিলের হাতে একটা চক্রাকার দাগ সেই ঘটনার স্মারকচিহ্নরূপে শেষ অবধি বিদ্যমান ছিল।

লণ্ডনে ফিরিয়া প্রথমেই চার্চিলের বিবেচনার বিষয় হইল যে, এই সামরিক বৃত্তি সাংসারিক ও আর্থিক দিক দিয়া তাঁহার পক্ষে কতদূর লাভজনক হইয়াছে। সৈন্যদলে অফিসার হিসাবে যে বেতন তিনি পাইতেন তাহা দিয়া নিজের পোশাক ও ঘোড়া রাখার খরচই কুলাইত না।

বৎসরের পর বৎসর দেনার পরিমাণ বাড়িয়াই চলিয়াছিল। তিন বৎসরের সৈনিক বৃত্তিতে যে টাকা রোজগার হইয়াছে তার পাঁচগুণ হইয়াছে ডেইলি টেলিগ্রাফের সংবাদদাতা হিসাবে। তাই সবদিক বিবেচনা করিয়া ভারত-প্রবাসের মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সৈন্যদল ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

৬

দক্ষিণ আফ্রিকায়

বহুপুরুষানুক্রমে ওলন্দাজগণ (Dutch) দক্ষিণ আফ্রিকা অঞ্চলে বহুবিস্তৃত উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বসবাস করিতেছিল। এই ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকগণই ইতিহাসে বুয়ার (Boer) নামে পরিচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশমাংশে দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ ও বুয়ার স্বার্থে নানাকারণে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। দক্ষিণ আফ্রিকার পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূল অর্থাৎ কেপ্ কলোনি ও নাটাল রাজ্য ব্রিটিশের অধীন। আর সমুদ্রোপকূল হইতে দূরে মহাদেশের অভ্যন্তরে ছিল বুয়ারদের সাধারণতন্ত্র (Republic) ট্রান্স্ভাল রাজ্য অবস্থিত। এতোদিন পর্যন্ত বুয়ারগণ এই নির্জন অরণ্যপ্রান্তরে নিরুদ্বেগ মেষপালকের জীবনযাপনেই অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু এই অঞ্চলে আকস্মিক স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জীবনধারণ প্রণালীর আমূল পরিবর্তন দেখা দিল। ক্রমে ট্রান্স্ভালের শহর জোহান্স্বুর্গে দলে দলে বহুভাষাভাষী স্বর্ণলোভী বিদেশী ব্যবসায়ীরা আসিয়া বসবাস করিতে লাগিল। এবং সুযোগ বুঝিয়া বুয়ার কর্তৃপক্ষ নানারূপ কর বৃদ্ধি দ্বারা রাজস্ব বাড়াইতে প্রয়াস পাইলেন। বুয়ারদের শাসন-

তন্ত্রও ছিল অনেকটা প্রাচীন ধরনের ও নানা ত্রুটিপূর্ণ। সংখ্যায় ইংরাজ বণিকরাই ছিল বেশী—বুয়ারেরা ইহাদের বিদেশী (outlander) বলে অভিহিত করিত। শাসনতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতা ও ক্রমবর্ধমান করভারের বিরুদ্ধে ইংরাজ বণিক সম্প্রদায়ের মনে বহুদিন হইতেই অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল। এইবার ইহারা প্রিটোরিয়া গভর্নমেণ্টের নিকট রাজ্যের ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রতিনিধিত্ব দাবী করিলেন। বলা বাহুল্য, প্রিটোরিয়া সরকার সে দাবী সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়া বিদেশীদের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে নানারূপ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। ট্রান্সভালে বুয়ার বাহিনীর সংখ্যা ছিল ষাট হাজার। সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল, এবং জার্মানী ও হল্যাণ্ড হইতে অবাধে নানা অস্ত্রশস্ত্রের আমদানী চলিতে লাগিল। ব্যাপার দেখিয়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষও নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। নাটাল ও কেপকলোনির ঘাঁটিগুলির শক্তি বৃদ্ধি করা হইল। ক্রমশঃ দুই পক্ষই যেন একটা আসন্ন ও অনিবার্য সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। এমন সময় অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বুয়ার গভর্নমেণ্ট ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে এই মর্মে তিন দিনের মেয়াদে এক চরমপত্র দিলেন যে, যে অবিলম্বে ট্রান্সভাল সীমান্তের সন্নিকটস্থ যাবতীয় সৈন্য সমাবেশ অপসারণ করিতে হইবে, এবং নাটাল ও কেপ-

কলোনিস্থ ঘাঁটিগুলিকে আংশিক নিরস্ত্র করিতে হইবে। বুয়ার বাহিনী বিদ্যুৎগতিতে কেপকলোনি ও নাটাল অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। বুয়ারদের যুদ্ধ ঘোষণার অব্যবহিত পরেই চার্চিল "মর্ণিংপোস্ট" সংবাদপত্রের সংবাদদাতা নিযুক্ত হইয়া "ডানাট্টার ক্যাস্‌ল" নামক জাহাজে দক্ষিণ আফ্রিকার অকুস্থলের দিকে রওনা হইলেন। ১১ই অক্টোবর সাদেম্পটন্‌ বন্দর হইতে জাহাজ ছাড়িল। চার্চিল ছাড়া ব্রিটিশ বাহিনীর নবনিযুক্ত প্রধান সেনাপতি স্যার রেড্‌ভার্স বুলার স্বয়ং সদলবলে সেই জাহাজেই ছিলেন। পনর দিন পর এক অন্ধকার রাত্রে টেবল্‌ উপসাগরে জাহাজ নোঙর ফেলিল।

অনতিদূরেই কেপটাউনের আলোকমালা দেখা যাইতেছিল। দলে দলে লঞ্চ ও নৌকায় শহরের কর্তৃপক্ষ জাহাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মুখের কথায় স্পষ্টই বুঝা গেল যে যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায় ব্রিটিশ বাহিনী মোটেই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। একজন সেনাপতিসহ বহু ব্রিটিশ সৈন্য নিহত হইয়াছে, এবং প্রায় বার শত সৈন্য আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, এমনকি কেপকলোনির বুয়ার প্রজাসম্প্রদায়ের মধ্যেও বিদ্রোহের আভাস দেখা দিয়াছে। স্যার রেডভার্স বুলার তাঁহার সমগ্র বাহিনীর সকল ব্যবস্থা ঠিকঠাক করিয়া বুয়ারদের বিরুদ্ধে এক শেষ প্রচণ্ড অভিযান চালনা করিবার পূর্বে

প্রস্তুত হইবার জন্য প্রায় মাস খানেক সময় লইলেন। ইতোমধ্যে খণ্ড খণ্ড সংঘর্ষ চলিতেই থাকিল এবং চার্চিলও এই সুযোগে নূতন মহাদেশটাকে একবার ঘুরিয়া দেখিয়া আসিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না।

৭

সাঁজোয়া ট্রেন যুদ্ধ

প্রথমেই তিনি কেপকলোনি হইতে রেলযোগে প্রায় সাতশত মাইল দূরে পোর্ট এলিজাবেথ নামক স্থানে পৌঁছিলেন, এবং সেখান হইতে জাহাজে ডার্বান বন্দর অবধি গিয়া উপস্থিত হইলেন। চার্চিলের মতলব ছিল ডার্বান হইতে লেডিস্মিথ্ নামক স্থান পর্যন্ত যাওয়া। কিন্তু তাহা আর হইয়া উঠিল না। এষ্টকোর্ট নামক ছোট্ট একটি শহরের পরেই ট্রেন চলাচল একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বুয়ারেরা এষ্টকোর্টের সীমানা পর্যন্ত সমস্ত দেশ দখল করিয়া লইয়াছে। যে অল্পসংখ্যক সৈন্যসামন্ত সেখানে ছিল তাহারাই এষ্টকোর্ট শহরের উপর আসন্ন বুয়ার আক্রমণ প্রতিহত করিতে প্রস্তুত হইতেছিল। নাটালের বাকী সমগ্র সৈন্য-বাহিনী লেডিস্মিথ শহরে বুয়ারগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং এষ্টকোর্টের অবস্থা অতীব সঙ্গীন। যে কোন সময়েই বার হাজার বুয়ার অশ্বারোহী এষ্টকোর্ট আক্রমণ করিতে পারে বা শহর ঘেরাও করিয়া মুষ্টিমেয় সৈন্যের পলায়ন-পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিতে পারে। প্রতিদিনই একদল অশ্বারোহী সৈন্য শহরের বাহিরে টহল দিয়া শত্রুর গতিবিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিত। একদিন ভারপ্রাপ্ত সেনাধ্যক্ষ স্থির করিলেন যে, এই টহলধারী অশ্বারোহী

প্রহরীদের সাহায্যার্থে যে ষোল মাইল রেলপথ এখনও অক্ষত আছে—সেই পথে এক সাঁজোয়া ট্রেন পাঠান হউক। বিশেষ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই কাপ্তেন হ্যালডেনের অধীনে দুই দল পদাতিক বাহিনী বোঝাই গাড়িখানাকে রওনা করিয়া দেওয়া হইল। প্রায় চৌদ্দ মাইল পথ নির্বিঘ্নে অতিক্রম করার পর এক স্টেশনে সৈন্যদল গাড়ি হইতে অবতরণ করে। এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল কিছুদূরে ফিরিবার পথের ঠিক পার্শ্বেই একটা ছোট পাহাড়ের উপর হইতে একদল বুয়ার সৈন্য যেন ট্রেনটার দিকে অগ্রসর হইতেছে। কালবিলম্ব না করিয়া ট্রেনখানাকে এষ্টকোর্ট অভিমুখে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু সেই পাহাড়ের নিকটবর্তী হইতেই দেখা গেল যে বুয়ারগণ ট্রেনটাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। মুহূর্তে ট্রেনটার উপরে বন্দুকের গুলি বর্ষিত হইতে লাগিল। খুব দ্রুতগতিতেই ইঞ্জিন চালিত হইতেছিল, এবং বিশেষ কোন ক্ষতি সাধিত হওয়ার পূর্বেই ট্রেনটা শত্রুর বন্দুকের নাগালের বাহিরে গিয়া পড়িল। কিন্তু চার্চিলের মনে তখনও সন্দেহ ছিল যে, হয়ত বা সামনেই আর কোন ফ্যাসাদ ঘটিতে পারে। কাপ্তেন হ্যালডেনকে তাঁহার এই আশঙ্কার কথা বলিবার পূর্বেই হঠাৎ একটা প্রবল ঝাকুনিতে সমস্ত ট্রেনটা থরথর করিষা কাঁপিয়া নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল। ট্রেনটার ঠিক মাঝখানটাতে ছিল ইঞ্জিন। সামনের দিককার তিনখানা গাড়িই লাইনচ্যুত হইয়া কাৎ হইয়া পড়িয়াছে

ও অনেকগুলি লোক গুরুতর আঘাত পাইয়াছে। লাইনটার কিন্তু কিছুই ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু গাড়ি দুটা কাৎ হইয়া পড়ায় লাইনের অনেকটা অংশ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। লাইন মুক্ত করিতে না পারিলে ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব। এদিকে পাহাড়ের উপর হইতে বুয়ারেরা সমানে গুলিবর্ষণ করিতেছে। তাহাতে অনেকেই আহত বা নিহত হইতেছে। সৌভাগ্যক্রমে চার্চিল নিজে আহত হন নাই। অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। চার্চিল ঠিক করিলেন যে, ইঞ্জিনটাকে পিছন দিককার গাড়িগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সবেগে সেই লাইনের উপর পতিত ট্রাকগুলির উপর চালাইয়া সেগুলিকে স্থানচ্যুত করিয়া লাইন মুক্ত করিবেন। কার্যতঃ হইলও তাই। কিন্তু তবুও পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণ এক খণ্ড লোহা শক্ত হইয়া লাইনের উপর লাগিয়াই রহিল। তখন চার্চিল একটা অসীম দুঃসাহসিক উপায় অবলম্বন করিলেন। ইঞ্জিনটাকে পিছনের দিকে চালাইয়া পূর্ণ বেগ সঞ্চার করিয়া সজোরে সেই প্রতিবন্ধক লৌহখণ্ডের উপর নিক্ষেপ করা হইল। ক্ষণিকের জন্য ইঞ্জিনটা যেন স্তব্ধ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল ; তারপর সেই লৌহ প্রতিবন্ধকটি আস্তে আস্তে লাইনের বহির্ভাগে উৎক্ষিপ্ত হইল ও ইঞ্জিনটা বাধা অতিক্রম করিয়া লাইনের অপর ধারে মুক্ত হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে আর এক বিপত্তি উপস্থিত। ইঞ্জিনটা সরিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবন্ধক লৌহখণ্ডটি আবার কাৎ হইয়া লাইনের উপরেই

পতিত হইল। কাজেই ইঞ্জিনটা ও সৈন্যবোঝাই পশ্চাদভাগের গাড়ি কয়খানা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। আর কোন উপায়ই নাই। পূর্বোক্ত কৌশলের পুনঃ প্রয়োগ অসম্ভব। এদিকে বুয়ারদের গুলিবর্ষণ ক্রমশঃই তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। তখন চার্চিল ও কাপ্তেন হ্যালডেন পরামর্শ করিয়া ইঞ্জিনটায় শুধু যাহারা আহত তাহাদিগকে কোনক্রমে তুলিয়া দিয়া বাকী সকলে ইঞ্জিনের আড়ালে আড়ালে চলিতে লাগিল। চার্চিল নিজে ড্রাইভারের পাশে বসিয়া তাহাকে নির্দেশ দিতে লাগিলেন। ইঞ্জিনের উপরে প্রায় চল্লিশ জন আহত রক্তাপ্লুত-দেহ সৈন্য গাদাগাদি করিয়া বসিল। ইঞ্জিন আবার চলিতে শুরু করিল। ক্রমেই ইঞ্জিনের বেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং পশ্চাদগামী সৈন্যদল কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রায় ৩০০ গজ পিছনে পড়িয়া রহিল। সম্মুখেই একটা বড় ব্রীজ—সেটা পার হইতে হইবে। ইঞ্জিন থামাইয়া চার্চিল নামিলেন এবং ড্রাইভারকে ব্রীজের ওপারে গিয়া অপেক্ষা করিতে বলিয়া নিজে পশ্চাদগামী হ্যালডেনের দলকে আগাইয়া আনিতে গেলেন। কিন্তু দু'শ গজ অগ্রসর হইবার আগেই দেখিতে পাইলেন যে, সামনেই এক'শ গজের মধ্যে দুইজন দীর্ঘকায় সুসজ্জিত বুয়ার যোদ্ধা তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। পিছন ফিরিয়া লাইনের উপর দিয়া ইঞ্জিনের দিকে দৌড় দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। বুয়ারদ্বয় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িতে লাগিল। হয়ত মাত্র এক-আধ

ইঞ্চির জন্য গুলি চার্চিলের শরীরে বিদ্ধ হয় নাই। লাইনের দুই পাশেই ছিল খাড়া বাঁধ। চার্চিল অনেক কষ্টে সেই বাঁধের উপর আরোহণ করিয়া গুলির হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। কিন্তু সন্মুখেই আর এক বিপদ। বাঁধের উপরিভাগে ঝোঁপ জঙ্গল—তারই ভিতর লুকাইয়া আত্মগোপন করিবেন চিন্তা করিয়া সেই দিকে ছুটিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুদূর না যাইতেই দেখেন যে, একজন অশ্বারোহী বুয়ার রাইফেল উঁচাইয়া তাহারই দিকে আসিতেছে। পরস্পরের ব্যবধান মাত্র চল্লিশ গজ। উপায়ান্তর না দেখিয়া চার্চিল নিজ কোমরবন্ধে হাত দিলেন—উদ্দেশ্য পিস্তলটি হাতে লওয়া। কিন্তু কী দুর্দৈব, পিস্তলটি কই? লাইন মুক্ত করিয়া ইঞ্জিন চালাইবার সময় কাজের সুবিধার জন্য পিস্তলটি কোমরবন্ধ হইতে খুলিয়া মাটিতে রাখিয়াছিলেন—তাড়াতাড়িতে সেটি আর তুলিয়া লওয়া হয় নাই। এদিকে বুয়ার অশ্বারোহী অত্যন্ত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে—গুলি ছুঁড়িলেই তাহাকে আঘাত করিতে পারে। তখন দুইবাহু ঊর্ধ্বে তুলিয়া চার্চিল আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। সেই বুয়ার যোদ্ধা ইঙ্গিতে চার্চিলকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে বলিল। তারপর যে দিকে হ্যালডেনের দল ছিল সেইখানে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, তাঁহারা ইতোমধ্যেই আত্মসমর্পণ করিয়া বন্দী হইয়াছেন। ইহা ঘটে ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর।

এই ঘটনার প্রায় বৎসর তিনেক পরের কথা। তখন সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে। কয়েকজন বুয়ার সেনাপতি তাঁহাদের বিধ্বস্ত দেশের তরফ হইতে কিছু ঋণ প্রার্থনা করিবার উদ্দেশ্যে লণ্ডনে আসিয়াছিলেন। সেই সময় এক প্রীতিভোজে চার্চিল বুয়ার দলের নেতা সেনাপতি বোথার (General Botha) সহিত পরিচিত হন। নানা কথাবার্তার পর চার্চিল সেই ঘটনাটি বিবৃত করেন। জেনারেল বোথা নীরবে তাঁহার কাহিনী শোনার পর চার্চিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমাকে চিন্‌তে পারছেন না ? আমিই আপনাকে বন্দী করেছিলুম।" পরে চার্চিল ও জেনারেল বোথা পরস্পর নিবিড় বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন।

৮

বন্দীজীবন

যেখানে কাপ্তেন হ্যালডেন ও তাঁহার সৈনিকগণকে সারি দিয়া বসাইয়া রাখা হইয়াছিল চার্চিল সেইখানেই নীত হইলেন। তখন বৃষ্টি পড়িতেছে। অন্য বন্দীদের মধ্যে অনেকেই গুরুতরভাবে আহত। তাহাদেরই সঙ্গে বসিয়া চার্চিল বৃষ্টিতে ভিজিতেছিলেন এবং মনে মনে নিজের দুর্ভাগ্য ও নির্বুদ্ধিতার জন্য নিজেকে বারংবার ধিক্কার দিতে লাগিলেন। ইঞ্জিনটার সঙ্গে নিজে অনায়াসেই পালাইতে পারিতেন। অনর্থক ইঞ্জিন হইতে নামিয়া অন্যের কোন উপকার করিতে পারিলেন না, আর নিজের দশা'ত এই। কিন্তু জীবনে দুঃখ ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়াই অনেক সময় সুখ ও সাফল্য অর্জিত হয়। চার্চিলের জীবনে এই সত্যটি বহুবারই বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার এই আকস্মিক বন্দীদশাও ভবিষ্যৎ জীবনের খ্যাতি ও প্রতিপত্তির এক প্রধান ভিত্তিরূপেই পরিগণিত হইয়াছিল। এই সব ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা অবশ্য তখন চার্চিলের মনে উদিত হয় নাই। বরঞ্চ যখন অন্য বন্দীদের দল হইতে তাহাকে পৃথক করিয়া নেওয়া হইল তখন গভীর উদ্বেগ ও উত্তেজনায় তাঁহার বেশ ভীতির সঞ্চারই হইয়াছিল। এইটুকু সামরিক আইন তাঁহার জানা ছিল যে, অর্ধ সামরিক পরিচ্ছদে যদি কোন অসামরিক ব্যক্তিও বন্দীরূপে ধৃত হয়—

সে ব্যক্তি যুদ্ধে কোন অংশ গ্রহণ না করিলেও সামরিক বিচারে দণ্ডনীয়। তাই মনে মনে তখন তিনি ভাবিতেছিলেন, যদি বাস্তবিকই সেই চরম অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয় তখন কীভাবে তিনি সেই অবস্থাকে গ্রহণ করিবেন। তাই মিনিট পনের পর যখন আবার অন্য বন্দীদের দলেই ফিরিয়া যাইবার হুকুম হইল তখন এই সঙ্কটেও তিনি একটা গভীর স্বস্তি অনুভব না করিয়া পারিলেন না। একজন বুয়ার সৈনিক চার্চিলকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "We are not going to let you go, old chappie, although you are a correspondent. We don't catch the son of a lord everyday।"

সব বন্দীদের ট্রান্স্‌ভালের রাজধানী প্রিটোরিয়া (Pretoria) শহরে পাঠাইয়া দিবার সিদ্ধান্ত হইল। সেইখানেই আপাততঃ চার্চিলকে বন্দীজীবন যাপন করিতে হইবে। বন্দীদশার প্রথম কয়েকদিন চার্চিল বুয়ার কর্তৃপক্ষকে এই কথাই বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, যেহেতু তিনি অসামরিক, সংবাদপত্রের প্রতিনিধি মাত্র, এবং যেহেতু তাঁকে নিরস্ত্র অবস্থায় বন্দী করা হইয়াছে সেই হেতু তিনি অবিলম্বে মুক্তির অধিকারী। কিন্তু যখন দেখিলেন তাঁহার কোন ওজরই বুয়ার কর্তৃপক্ষ মানিয়া লইলেন না তখন হইতে কি উপায়ে এই বন্দীদশা হইতে পালাইয়া পরিত্রাণ পাইতে পারেন সেই মৎলব আঁটিতে লাগিলেন।

৯

মুক্তি

পারিপার্শ্বিক অবস্থা কয়েকদিন খুব তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করিবার পর দেখা গেল যে, পালাইবার একটি উপায় আছে বটে। একটা সরকারী ইস্কুলঘরে বন্দীদের কয়েদ রাখা হইয়াছিল। স্কুল-প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে প্রায় ১০ ফুট উঁচু ঢেউতোলা টিনের বেড়া। এটা অবশ্য তেমন দুর্লঙ্ঘ্য বাধা নয়। কিন্তু আসল বাধা ছিল পঞ্চাশ গজ দূরে দূরে অবস্থিত অহোরাত্র কড়া পাহারার ব্যবস্থা। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দেখা গেল যে, পূর্বদিকের প্রাচীরের কাছে যেখানে একটা ছোট্ট পায়খানা ছিল সে অংশটা প্রাঙ্গণের চতুর্দিকস্থ উজ্জ্বল ইলেক্ট্রিক্ আলোর পরিধির মধ্যে পড়ে না, একটু আব্ছা অন্ধকারেই থাকে। ঠিক সুযোগ বুঝিয়া সেই দিক্কার দুইজন প্রহরীর নজর এড়াইয়া প্রথমে সেই পায়খানার অন্ধকারে আত্মগোপন করিতে হইবে। এমন সময় এ কাজটি সারিতে হইবে যখন উভয় প্রহরীই যুগপৎ পিছন ফিরিয়া দাঁড়ায়। মনে মনে এইরূপ মতলব আঁটিয়া একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে চার্চিল খুব ক্ষিপ্রতার সহিত সেই পায়খানার ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন এবং বেশ খানিকক্ষণ ঐরূপ লুক্কায়িত অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিবার পর লক্ষ্য করিলেন যে, দুইজন প্রহরীই এক সময়ে তাঁহার দিকে পিছন ফিরিয়াছে। সেই মুহূর্তেই পায়খানার

ছাদে উঠিয়া টিনের বেড়ার উপরিভাগে দুইহাত রাখিয়া তাহার উপর ভর দিয়া বেড়া টপকাইয়া গেলেন। বেড়া টপকাইবার সময় তাঁহার জামার এক অংশ বেড়া সংলগ্ন কাঁটায় আটকাইয়া গিয়াছিল সেটা খুলিতে দু'চার সেকেণ্ড সময় লাগিয়া থাকিবে, সেই ফাঁকে একবার পিছন ফিরিয়া প্রহরী দুজনকে লক্ষ্য করিলেন। উহারা সেই পিছন-ফেরা অবস্থাতেই তখনও দাঁড়াইয়া। যাহা হউক বেড়া টপকাইয়া ওপারের এক বাগানবাড়ির ভিতরে গিয়া পড়িলেন এবং সোজা গেট দিয়া বাহির হইয়া প্রকাশ্য রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে গেট দিয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন সেখান হইতে বোধহয় ৫।৬ গজের বেশী দূর হইবে না একজন সশস্ত্র প্রহরী দাঁড়াইয়া ছিল। চার্চিল ভুলেও পিছনের দিকে না তাকাইয়া মাথায় টুপিটা ভালভাবে তুলিয়া সোজা রাস্তায় সম্মুখপানে হাঁটিতে শুরু করিলেন।

এক'শ দেড়'শ গজ আগাইয়া যাওয়া পর্যন্তও যখন কেউ কিছু বলিলনা বা কাহারো নজরে পড়িলেন না তখন নিশ্চিত বুঝিতে পারিলেন যে, সত্য সত্যই বন্দীশালা হইতে মুক্তি পাইয়াছেন। প্রিটোরিয়া শহরে তিনি এখন মুক্ত, অবাধগতি। প্রথমটা মনের আনন্দে খুব এক চোট উল্লাস প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু বুদ্ধিমানের মত সে উল্লাস মনেই গোপন রাখিলেন, এবং

দিব্যি নিশ্চিন্তভাবে রাজপথের ঠিক মধ্যস্থল দিয়া একটা গানের কলি গুন গুন করিয়া গাহিতে গাহিতে শহরের এক প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিলেন। তারপর একটা নিভৃত স্থানে বসিয়া নিজ ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পকেটে তখন ছিল ৭৫ পাউণ্ড মুদ্রা ও কিছু চকোলেট। কিন্তু সঙ্গে না ছিল একটা কম্পাশ বা একটা ম্যাপ। উপরন্তু তিনি সে দেশের ভাষা না বুঝিতেন এক বর্ণ, না বলিতে পারিতেন একটা কথা। শত্রুরাজ্য—চারিদিকেই সতর্ক প্রহরী। পরদিনই ভোরবেলা তাহার পলায়নের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িবে। এমন অবস্থায় কিরূপে তিনি শত্রু-রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করিয়া তিন'শ মাইল দূরবর্তী নিরপেক্ষ পর্তুগীজ রাজ্য "দেলাগোয়াবে"তে উপস্থিত হইতে পারেন—সেই হইল প্রধান সমস্যা। কেমন করিয়াই বা দিক ঠিক করিবেন আর কোথায়ই বা পাইবেন খাদ্য ও পানীয়! অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও এ সমস্যার কোন সমাধান হইল না। আশার একটি ক্ষীণ দীপ্তিও এই দীর্ঘ, অজানা, বিপদ্‌বহুল পলায়ন-পথের উপর কোন আলোকপাত করিল না। কিন্তু আশা বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও তিরোহিত হইল। চিন্তায় বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া আবার গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া চলিতে শুরু করিলেন। আরও আধঘণ্টা যদৃচ্ছ হাঁটার পর হঠাৎ এক রেললাইন দেখিতে পাইলেন। তবে কি এই রেলপথই দেলাগোয়াবের

দিকে গিয়াছে ? কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনেকটা বেপরোয়া ভাবেই সেই রেললাইন বরাবর হাঁটিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে ব্রীজ। সবগুলিই সুরক্ষিত। সাবধানে গা ঢাকা দিয়া প্রহরীদের চক্ষু এড়াইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সে রাত্রিটা ছিল ভারী চমৎকার—উপরে তারায় ভরা স্বচ্ছ নীল আকাশ আর নীচে দিগন্ত প্রসারিত অবাধ প্রান্তর—মৃদু শীতল বাতাস বহিতেছিল। বেশ খানিকটা পথ অতিক্রম করিয়া যাওয়ার পর চার্চিল অনুভব করিতে লাগিলেন যে, প্রিটোরিয়া শহর বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে—এখন আর অতটা সতর্ক না হইলেও চলে। আকাশভরা অসংখ্য নক্ষত্রমালা ছাড়া এই নির্জন প্রান্তরে পলাতক চার্চিলকে লক্ষ্য করিবারও যেন আর কেহ নাই। এইভাবে আরও দুই ঘণ্টা হাঁটিবার পর দূরে কোন একটি রেলওয়ে স্টেশনের আলোকমালা দেখা গেল। তখন লাইন ছাড়িয়া দিয়া পথের ধারে ট্রেনের অপেক্ষায় একটা গর্তের মধ্যে আশ্রয় লইলেন। অপেক্ষা করিতে করিতে যখন অসহিষ্ণু প্রায় হইয়া পড়িয়াছেন তখন দূরাগত একটা ট্রেনের সার্চ-লাইটের তীব্র আলো দেখিতে পাইলেন। কিছুক্ষণ বাদেই ট্রেনখানা আসিয়া স্টেশনের প্লাটফরমে দাঁড়াইল ও মিনিট পাঁচেক পরেই আবার চলিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে প্লাটফরম ছাড়িয়া ট্রেনটা তাঁহার দিকে উত্তরোত্তর বর্ধমান বেগে আগাইয়া আসিতে লাগিল, এবং অসম সাহস ও

ক্ষিপ্রতার সহিত চলন্ত ট্রেনটার উপর তিনি লাফাইয়া পড়িলেন, এবং যে কোন ভাবেই হউক একটা হ্যাণ্ডল্ ধরিয়া খুব প্রবল একটা ঝাকুনি খাইয়া খোলা গাড়িটার (truck) উপর চড়িয়া বসিতে বাধ্য হইলেন। সেটা ছিল মালগাড়ি ও গাড়িগুলি ছিল কয়লার গুঁড়া বোঝাই বস্তায় ঠাসা। চার্চিলের মনে হইতে লাগিল যেন দিব্যি নরম গদি চাপিয়া বসিয়াছেন এবং চলন্ত গাড়িতে ঠাণ্ডা হাওয়ায় এ অবস্থায় সত্বরই তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তন্দ্রাবিষ্ট হইলেও এটুকু খেয়াল ছিল যে, রাত্রির অন্ধকার শেষ হওয়ার পূর্বেই গাড়ি হইতে নামিয়া সুবিধামত কোথাও লুকাইয়া আত্মগোপন করিতে হইবে। যখন তাঁহার ঘুম ভাঙিল তখনও ভোর হয় নাই, তবে রাত্রির অন্ধকার ফিকা হইয়া আসিয়াছে—গাড়ি তখনও চলিতেছে। —পূর্বাকাশ কিঞ্চিৎ ফর্সা দেখাইতেছে। গাড়িখানা সেই একদিক পানেই চলিতেছিল। গাড়িখানা কি তাহা হইলে দেলাগোয়াবে অভিমুখেই যাইতেছে! চার্চিল মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

আরও ভাগ্যের কথা রাত্রিতে কোথায় গাড়ি থামাইয়া মাল নামান বা গাড়িতে কোনরূপ তল্লাসী করা হয় নাই। গাড়িখানা বেশ বেগেই যাইতেছিল—এইবার গাড়িখানার পিছন দিকে আসিয়া যা থাকে কপালে বলিয়া লাইনের এক-পাশ লক্ষ্য করিয়া নীচে লাফ দিয়া পড়িলেন। এবারও ভাগ্য ভাল খুব জোরে মাটির উপর আছাড় খাইয়া পড়িলেন বটে

কিন্তু কোনরূপ চোট বা আঘাত পাইলেন না। তখনও চারদিকে কিছু কিছু অন্ধকার। সে জায়গাটা একটা বিস্তীর্ণ উপত্যকা বলিয়াই মনে হইল। তাঁহার তখন বিষম তৃষ্ণা পাইয়াছিল। কিছুদূরে একটা জলাশয়ে তিনি আকণ্ঠ জলপান করিয়া লইলেন, যেন সারাদিন আর জলের প্রয়োজন অনুভব না করিতে হয়। তারপর একটা গভীর খাদের পাশে ঘন ঝোপের ভিতর সন্ধ্যার অপেক্ষায় আত্মগোপন করিয়া রহিলেন।

১০
বিপদের বন্ধু

সারাদিনে উভয় দিকেই চার পাঁচখানা করিয়া গাড়ি চলাচল করিল। চার্চিল ভাবিলেন রাত্রিতেও ঠিক ঐ সংখ্যক গাড়িই চলাচল করিবে। কিন্তু সন্ধ্যা ক্রমে গভীর রাত্রিতে পরিণত হইল—একখানা গাড়িরও দেখা নাই। তখন অধৈর্য হইয়া ঝোপের ভিতর হইতে বাহিরে আসিলেন ও আবার হাঁটিতে শুরু করিলেন। কিন্তু পদে পদে বিপদ। প্রত্যেকটি ব্রীজের উপর পাহারাওয়ালা। তাই সোজা রেলপথের রাস্তা ছাড়িয়া ঝোপজঙ্গলের ভিতর দিয়া খাল ও নালা অতিক্রম করিয়া আগাইতে লাগিলেন। একে সারাদিনের অনাহার তারপর এইরূপ কঠোর পথশ্রম, শীঘ্রই খুব ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু নিরুপায়, যে ভাবেই হউক চলিতেই হইবে। দূরে দূরে আলো ও বাড়িঘর দেখা যাইতেছিল কিন্তু সবই শত্রুপুরী—ওগুলিকে এড়াইয়া যাওয়াই সমীচীন। এইভাবে আরও খানিকদূর যাওয়ার পর কতগুলি ছোট ছোট ঘর দেখা গেল। ওগুলিকে কাফীরদের বাড়ি মনে করিয়া তিনি সেই দিকেই অগ্রসর হইলেন। পূর্ব হইতেই তাঁহার জানা ছিল যে, কাফীররা বুয়ার-বিদ্বেষী ও ইংরাজের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, হয়ত বা তাহাদের কাছে কিছু খাদ্য-সামগ্রী ও আশ্রয় মিলিলেও মিলিতে পারে। কিন্তু ঘরগুলির

নিকটবর্তী হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার অনুমান ঠিক হয় নাই। ওগুলি একটা কয়লার খাদ ও কারখানার মজুরদের থাকিবার ঘর—তাহার মধ্যস্থলে একটি বেশ বড় দ্বিতল দালান। অনেকটা যেন মরীয়া হইয়াই চার্চিল সেই দোতালা দালানটার দিকে আগাইয়া গেলেন, এবং সজোরে বন্ধ দরজার কড়া নাড়িতে লাগিলেন। প্রথমটা কোন উত্তর না পাওয়ায় আবার কড়া নাড়িলেন। এইবার দোতালার একটা ঘরের জানালা সশব্দে খুলিয়া গেল, এবং উপর হইতে কর্কশ গম্ভীর স্বরে ফরাসী ভাষায় প্রশ্ন হইল "কে ?" প্রশ্ন শুনিয়া চার্চিলের অনিশ্চয়তার ভাব কাটিয়া গিয়া সংশয় ও শঙ্কায় মন ভরিয়া উঠিল। কিন্তু তখন আর ফিরিবার উপায় নাই—যতদূর সম্ভব সাহস সঞ্চয় করিয়া অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন "আমি বিপদ্গ্রস্ত পথিক, আপনার সাহায্যপ্রার্থী"।

প্রশ্নকর্তা উপর হইতে দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিলেন, এবং দরজা খুলিয়া একটা পিস্তল হাতে চার্চিলের মুখোমুখা হইয়া দাড়াইলেন, এবং আগন্তুকের আপাদমস্তক স্থিরভাবে নিরীক্ষণ করিবার পর ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি চাই ?"

চার্চিল পূর্ববৎ অবিচলিত ভাবেই বলিলেন "আমি একজন বার্গার—রেলযোগে কোম্‌টি বন্দর অভিমুখে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে দৈবাৎ গাড়ী হতে পড়ে

গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ি। আমার স্কন্ধদেশে খুব চোট লেগেছে—হয়তো বা একটি হাড় স্থানচ্যুত হয়ে থাকবে। এখন আপনার সাহায্যপ্রার্থী।"

প্রশ্নকর্তা আবার চার্চিলকে খুব মনোযোগসহকারে নিরীক্ষণ করিলেন, এবং পরে কিঞ্চিৎ দ্বিধাসহকারে বলিলেন, "আপনার দুর্ঘটনার কাহিনী পরে বিস্তারিত শোনা যাবে। আপাততঃ ভিতরে আসুন।" চার্চিল ঘরের ভিতর প্রবেশ করার পর গৃহকর্তা পিস্তলটি টেবিলের উপর স্থাপন করিয়া চার্চিলের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিলেন। তখন চার্চিল যেন অনেকটা তাঁহার ভাগ্যের চরম পরীক্ষা করিবার জন্যই বলিলেন "আচ্ছা, সত্য কথাটাই আপনাকে খুলে বলি।" গৃহকর্তাও বলিলেন "সেই ভাল।"

—"আমি উইন্‌স্টন চার্চিল, মর্ণিং-পোষ্ট কাগজের সামরিক সংবাদদাতা। গতকাল প্রিটোরিয়ার বন্দীশালা হতে পালিয়েছি। এখন সীমান্ত অভিমুখে যেতে চাই। আপনার সাহায্য পেতে পারি কি?" চার্চিলের কথা শুনিয়া গৃহকর্তা নিঃশব্দে উঠিয়া ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া চার্চিলের দিকে কয়েকপদ অগ্রসর হইলেন এবং অনেকটা সোচ্ছ্বাসেই চার্চিলের হাত ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ভগবানকে ধন্যবাদ। আপনার ভাগ্য ভাল। কুড়ি মাইলের মধ্যে এই একমাত্র বাড়ি যেখানে শত্রুহস্তে সমর্পিত হবার আপনার ভয় নেই।"

গৃহকর্তা নিজেকে জন্ হাওয়ার্ড বলিয়া পরিচয় দিলেন।

তিনি আসলে ইংরাজ এক্ষণেট্রান্‌স্‌ভ্যালের স্থায়ী ঔপনিবেশিক, এবং একটা কয়লার খনির ম্যানেজার। তিনি বলিলেন যে, চারিদিকেই শত্রুর চর—কাজেই খুব সাবধানে থাকিতে হইবে। ধরা পড়িলে কেবল চার্চিলেরই বিপদ নয় তাঁহার নিজেরও মৃত্যুদণ্ড অবশ্যম্ভাবী। যাহা হউক সেখানেই চার্চিল গৃহস্বামী প্রদত্ত আহার্য ও পানীয়ে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। রাত্রির মত সেই ঘরেই থাকিয়া পরদিন ভোর হইবার পূর্বেই মিঃ হাওয়ার্ড চার্চিলকে খাদের মধ্যে মাটির নীচে এক গুপ্ত কক্ষে লুকাইয়া রাখিলেন। এই ভাবেই দিন কয়েক কাটিল। দিনের বেলায় খাদের ভিতরেই থাকিতেন আর রাত্রিতে উপরে উঠিয়া আসিতেন। একটু সুবিধা ছিল এই যে, মিঃ হাওয়ার্ডের বাড়িতে একটা ঠিকা রাধুনী-ঝি ছাড়া আর কোনও লোক ছিল না। রাত্রিতে সেই রাধুনীটাও সেখানে থাকিত না।

এদিকে চার্চিলের পলায়ন-সংবাদ ইতোমধ্যেই চারিদিকে খুব রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। বুয়ার সরকার এই নিয়া খুব হৈ চৈ শুরু করিয়া দিয়াছেন। কয়লার খাদে বসিয়াই চার্চিল এসব সংবাদ পাইলেন। এর মধ্যেই অবশ্য হৈ চৈ-টা আস্তে আস্তে কমিয়া আসিল। বুয়ার সরকার সিদ্ধান্ত করিলেন যে, চার্চিল নিশ্চয়ই প্রিটোরিয়া শহরে কোন ইংরাজের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতেই লুকাইয়া আছেন। তিনি যে প্রিটোরিয়া শহরের গণ্ডীর একেবারে বাহিরে চলিয়া

যাইতে পারেন—একথা তাহাদের মনেও হইল না। যাহা হউক চার্চিলকে আর খাদের মধ্যে দিনের বেলা লুকাইয়া থাকিতে হয় নাই। রাত্রিতে বাহিরেই থাকিতেন ও খোলা হাওয়ায় খানিকটা বেড়াইতেন আর দিনের বেলায় মিঃ হাওয়ার্ডের আফিসের কতগুলি প্যাকিং বাক্সের অন্তরালে লুকাইয়া থাকিতেন।

প্রিটোরিয়া হইতে পালাইবার প্রায় দিন পনের ষোল পর একদিন খবর পাওয়া গেল যে, শীঘ্রই পশমবোঝাই একটা মালগাড়ি দেলাগোয়াবে পর্যন্ত যাইবে। যে পশম-ব্যবসায়ী এই মাল পাঠাইতেছেন সৌভাগ্যক্রমে তিনিও মিঃ হাওয়ার্ডের মত একজন ট্রান্‌স্‌ভ্যালবাসী ইংরাজ ঔপনিবেশিক। মিঃ হাওয়ার্ডের অনুরোধে চার্চিলকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন বলিয়া তিনি স্বীকৃত হইলেন। তারপর নির্দিষ্ট সময়ে—তখন রাত্রি প্রায় দুইটা—মিঃ হাওয়ার্ড চার্চিলকে সঙ্গে লইয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে গেলেন। মালবোঝাই গাড়িখানা ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। একটা ট্রাকের ঠিক মধ্যস্থলে খানিকটা স্থান কৌশলে ফাঁকা রাখা হইয়াছিল—অথচ বাহির হইতে তাহা কিছুতেই বুঝিবার উপায় ছিল না। সমস্ত ট্রাকটাই ত্রিপলে আবৃত। চার্চিল সেই গুপ্ত স্থানে প্রবেশ করিলেন। দেলাগোয়াবে পর্যন্ত যাইতে সাধারণতঃ ১৬।১৭ ঘণ্টা সময় লাগিবার কথা, কিন্তু বলা যায় না যুদ্ধের সময় নানা কারণে

হয়ত আরও বেশী সময় লাগিতে পারে। চার্চিলের ব্যবহারের জন্য সেখানে একটা পিস্তল, কিছু খাদ্য ও পানীয় পূর্ব হইতেই সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছিল। সেই গুপ্ত আশ্রয়স্থলে প্রবেশ করিয়া চার্চিল দেখিলেন যে খোপটি অপরিসর হইলেও লম্বায় ও উচ্চতায় শোয়া বসার পক্ষে অনুপযোগী নহে। গাড়ি ছাড়িয়া দিল। এদিকে সেই খোপের ভিতর বসিয়া থাকিতে থাকিতে চার্চিলের ভারী ঘুম পাইতেছিল। কিন্তু ঘুমাইলেই বিপদ, কারণ ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁহার ভারী নাক ডাকার অভ্যাস। পাছে কোন স্টেশনে গাড়ি থামা অবস্থায় তাঁহার নাক ডাকার শব্দ কেউ শোনে সেই ভয়ে তিনি কিছুতেই ঘুমাইবেন না এইরূপ স্থির করিলেন। কিন্তু প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই রহিয়া গেল—কোন সময় যে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন তাহা বিন্দুমাত্রও টের পাইলেন না। ভোরের দিকে হঠাৎ গাড়ির ঝাকুনিতে ঘুম ভাঙিয়া গেলে বুঝিতে পারিলেন যে, গাড়িখানা কোন একটা স্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং পরক্ষণেই আবার চলিতে শুরু করিল।

এইবার সারাদিন চলার পর বিকালের দিকে ট্রান্স্ভ্যাল ও নিরপেক্ষ পর্তুগীজ রাজ্যের সীমান্তবর্তী কোমটি বন্দর স্টেশনে গাড়ি আসিয়া পৌঁছিল। স্টেশনটি বেশ বড়, এবং বাহিরে বহুলোকের কথাবার্তা ও চেঁচামেচি শুনা যাইতেছিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া গাড়িটাকে ট্রান্স্ভ্যাল সরকারের কর্মচারীরা

তল্লাসী করিয়া দেখিলেন। এতক্ষণ একটা চটে আপাদ-মস্তক আবৃত করিয়া চার্চিল নীরবে শুইয়া থাকিলেন। সুখের বিষয় চার্চিলের গোপন আশ্রয়স্থল এবারও আবিষ্কৃত হইল না। গাড়ী ছাড়িয়া দিল এবং অল্প কিছুদূর গিয়াই ট্রান্‌স্‌ভ্যাল রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করিয়া পর্তুগীজ রাজ্যে প্রবিষ্ট হইল। পরবর্তী স্টেশনেই চার্চিল তাঁহার খোপের ভিতর হইতে উঁকি দিয়া স্টেশনে পর্তুগীজ পোষাক পরিহিত কর্মচারী ও পুলিশের লোক দেখিতে পাইলেন। যাক্‌ এইবার তাহা হইলে সত্যসত্যই শত্রুর রাজ্য পার হইয়া নিরাপদস্থলে পৌঁছান গেল। আঃ বাঁচা গেল! চার্চিল একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। মুক্তি ও উল্লাসের উত্তেজনায় তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল যে, সেখান হইতেই উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠেন। কিন্তু শত ইচ্ছা হইলেও সে উল্লাসের আবেগ তিনি দমন করিলেন। সন্ধ্যার ঠিক প্রাক্কালে ট্রেণটি গন্তব্যস্থলে আসিয়া পৌঁছিল। গাড়গুলিকে স্টেশনের একদিকে একটা ইয়ার্ডের মধ্যে লইয়া যাওয়া হইল। এখন মালপত্র নামান হইবে। তাই কুলীরদল আসিয়া পড়িবার আগেই চার্চিল অন্যের অলক্ষিতে সেই গোপন আশ্রয়স্থল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, এবং খুব স্বাভাবিক ও সাধারণভাবেই অন্য লোকজনের সঙ্গে সঙ্গে গেট দিয়া বাইরের রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। সে শহরটা ছিল পর্তুগীজশাসিত দেলাগোয়াবে

রাজ্যের রাজধানী। সুতরাং এখানে নিশ্চয়ই ব্রিটিশ দূতাবাস আছে ইহা ভাবিয়া চার্চিল ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অনেকগুলি রাস্তা ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করিবার পর হঠাৎ একটা দালানের উপর উড্ডীয়মান ইউনিয়ন জ্যাক্ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, এটাই নিশ্চয় ব্রিটিশ দূতাবাস। সেখানে তাঁহার আশ্রয় মিলিল।

অতঃপর স্টিমারযোগে চার্চিল ডারবান গমন করেন। ডারবান বন্দরে স্টিমার ঘাটে ভিড়িবার পূর্বেই দেখিতে পাইলেন যে ঘাটে সুসজ্জিত তোরণসমূহ নির্মিত হইয়াছে এবং চার্চিলকে সম্বর্ধনা করিবার জন্য বহু রাজপুরুষ ও সম্ভ্রান্ত নরনারী সমবেত হইয়াছেন। কবি বায়রণের কথায় "He awoke one fine morning to find himself famous।" উচ্চকণ্ঠ জয়োল্লাস ও নানা স্তুতিবাদ-গুঞ্জন শুনিতে শুনিতে ও সহস্র সপ্রশংস দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া জনপ্রিয় নেতার মত চার্চিল ডারবানে অবতরণ করিলেন। টাউন হলের এক বিরাট সভায় নগরবাসিগণের পক্ষ হইতে ডারবানের পৌরপ্রধান কর্তৃক তিনি সম্বর্ধিত হইলেন।

১১
ছাব্বিশ বছর বয়সে এম. পি.

১৮৯৯ সালে চার্চিল একবার রক্ষণশীল দলের পক্ষে ওল্ডহাম হইতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেবার তিনি কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। নির্বাচনে পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য ১৯০০ সালে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। বিজয়লক্ষ্মী এবার তাঁহাকে বরণ করিয়া লইলেন, পার্লামেণ্টে তিনি আসন গ্রহণ করিলেন। কিন্তু শীঘ্রই পার্টিনেতার সহিত তাঁহার বিরোধ বাধিয়া উঠিল। প্রথমে খুব অদ্ভুতভাবে—সৈন্য-সংক্রান্ত বিষয়ে মতবিরোধ। দ্বিতীয় বিরোধ বাধিল চেম্বারলেনের সঙ্গে। চেম্বারলেনের এক প্রস্তাবকে তিনি তীব্রভাবে আক্রমণ করিলেন। ইহার ফলে তিনি একদিন তাঁহার দল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ১৯০৫ সালের শেষভাগে যখন ব্যালফুর (Balfour) মন্ত্রীসভার পতন হইল, সেই সময় স্যার হেনরী ক্যাম্পবেল-ব্যানারম্যান্ তাঁহাকে কলোনীর আণ্ডার-সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত করিলেন। ১৯০৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে নর্থ-ওয়েস্ট ম্যাঞ্চেস্টারের একজন লিবারেল ফ্রি ট্রেডার-রূপে তিনি জয়লাভ করিলেন, এবং দুই বৎসর পরেই তিনি বোর্ড অব ট্রেডের প্রেসিডেণ্ট-রূপে মন্ত্রী-পর্যায়ে উন্নীত হইলেন। কিন্তু তৎকালীন আইন অনুসারে তাঁহাকে একটি উপ-নির্বাচনের সম্মুখীন হইতে হইল এবং দুঃখের বিষয়, ইহাতে

তিনি জয়লাভ করিতে পারিলেন না। কিছুকাল পরে অবশ্য তিনি ডাণ্ডিতে এক নিরাপদ আসনের অধিকারী হইলেন এবং ১৯২২ সাল পর্যন্ত তাঁহার সেই আসন অক্ষুণ্ণ রহিল।

তেত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত বোর্ড অব ট্রেডে চার্চিলের কার্যকাল কোন উল্লেখযোগ্য খ্যাতির দাবী করিতে পারে নাই। অবশ্য কতকগুলি শ্রমিক-আন্দোলন তিনি অতি সুকৌশলে ও দৃঢ়তার সহিত দমন করিয়াছিলেন। রাজনীতির প্রকাশ্য দৃশ্যের নেপথ্যেই তাঁহার অভাবনীয় কর্মদক্ষতা ও বিভাগীয় কর্মকুশলতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল।

১৯১০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর তাঁহাকে হোম-অফিসে উন্নীত করা হয়। জেল কয়েদীদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলসাধনের প্রকল্প তাঁহাকে উত্তরকালে অধিকতর খ্যাতিসম্পন্ন করিয়াছিল। তাঁহার কার্যকালের সবচেয়ে বড় ঘটনা হইল 'সিড্‌নীস্ট্রীট অবরোধ'। ঘটনাটি এই, একটি গৃহে কতকগুলি সশস্ত্র বিদেশী লোক আশ্রয় লইয়াছিল। প্রথমে সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে তাহাদের সংঘর্ষ হয়, তারপর একে একে সৈন্য-বাহিনী ও গোলন্দাজ-বাহিনীকে হোম-সেক্রেটারীর চোখের উপরই সেই সংঘর্ষে অংশ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

১২
নৌ-বিভাগে

১৯১১ সালে চার্চিল নৌ-বিভাগে যোগদান করিয়া আদেশ প্রচার করিলেন যে, জার্মেনীর সহিত যুদ্ধের আশঙ্কায় সমগ্র রণতরীকে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এইরূপ কাজই যেন চার্চিলের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বলিয়া মনে হইল! তাঁহার প্রতিভা-বিকাশের পক্ষেও এই কাজই হইল বিশেষ সহায়ক। শান্তির সময় অনেক জাঁদরেল সামরিক কর্মচারীকেও অবসর গ্রহণ করিতে হয়। নৌ-বিভাগের বিটী (Beatty) সম্পর্কেও প্রায় সেই ব্যবস্থাই হইয়াছিল। কিন্তু চার্চিল তাঁহাকে এই পরিস্থিতি হইতে উদ্ধার করিলেন। তাঁহাকে অবসর গ্রহণ করিতে হইল না। প্রিন্স লুই অব্ ব্যাটেনবার্গ প্রায় সারাজীবন নৌ-বিভাগের উন্নতিকল্পেই কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহাকেও হয়ত অবসর গ্রহণ করিতে হইত। কিন্তু চার্চিল তাঁহাকে 'ফার্স্ট সী লর্ড' নিযুক্ত করিয়া তাঁহার দক্ষতার স্বীকৃতি প্রদান করিলেন। পরবর্তীকালে লর্ড ফিশারকে 'ফার্স্ট সী লর্ড' নিযুক্ত করিয়া চার্চিল ব্রিটিশ নৌ-শক্তিকে প্রভূত পরিমাণে শক্তিশালী করিয়া তোলেন। দক্ষিণ আমেরিকার সমুদ্র-তীরে ক্র্যাডকের নৌ-বাহিনী ধ্বংস হওয়ায় ব্রিটিশ নৌ-শক্তির মান-মর্যাদা যেভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, চার্চিলের ব্যবস্থাপনায় তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু ১৯১৫ সালের প্রথম ভাগে মত-বিরোধের সৃষ্টি হইল। কারণ অতি তুচ্ছ। বিটিশ নৌ-শক্তিকে

ইউরোপীয় যুদ্ধে প্রধান অংশ গ্রহণ করিতে হইলে উহার ঘাঁটি কোথায় হওয়া উচিত ? ফিশার বলিলেন, বাল্টিক। কিন্তু চার্চিলের অভিমত হইল, দার্দানেলিস্। যথেষ্ট সাবধানতার অভাবে চার্চিলের দার্দানেলিস অভিযান ব্যর্থ হইল।

দার্দানেলিসের ব্যর্থতায় রাজনীতিক ক্ষেত্রে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল। মিঃ ব্যাল্‌ফুর চার্চিলকে তাঁহার তৎকালীন পদ হইতে সরাইয়া লইলেন। নূতন গভর্নমেণ্ট গঠিত হইলে তাঁহাকে 'ডাচী অব্ ল্যাঙ্কাষ্টারে'র চ্যান্সেলারের (Chancellor of the Duchy of Lancaster) অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হইল। ছয় মাস কাল তিনি এই পদেই বহাল থাকিলেন। তারপর ১৯১৫ সালের নভেম্বর মাসে চার্চিল যখন দেখিলেন যে, যুদ্ধ-পরিচালনার ব্যাপারে তাঁহার আর কোনই হাত রহিল না, তখন তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিলেন ও যুদ্ধে যোগদান করিলেন। সেখানে প্রথম প্রথম উল্লেখযোগ্য কিছু করিতে না পারিলেও পরিখার অন্তরালেই ক্রমশঃ তাঁহার উন্নতির সূচনা হইল। তিনি প্রথমে হইলেন গ্রিনেডিয়ার গার্ডসদের 'মেজর', পরে রয়্যাল স্কটস্ ফুসিলিয়ার্সের এক ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক। ১৯১৬ সালে ব্যাটালিয়নের কোন পৃথক সত্ত্বা রহিল না, তাহা মূল বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। চার্চিল তখন স্থায়িভাবে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষভাগে ১৯১৭ সালের এপ্রিলে মিঃ

লয়েড্‌জর্জ যখন বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি ক্রমশঃই জনসাধারণের কাছে অপ্রিয় হইয়া উঠিতেছেন, তখন তিনি মিঃ চার্চিলকে সমর-সম্ভারের মন্ত্রী (Minister of Munitions) নিযুক্ত করিয়া ক্যাবিনেটে ফিরাইয়া আনিলেন।

মিঃ চার্চিলের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সমর-সম্ভার দপ্তর ১৯১৮ সালে যুদ্ধের প্রচুর চাহিদা মিটাইতে সমর্থ হইল। শুধু তাহাই নহে, পরবর্তী বৎসরের সমরায়োজনের জন্যও প্রচুর মালসরবরাহের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হইল।

যুদ্ধকালীন কর্মতৎপরতার শেষভাগে চার্চিল সমর বিভাগের সদস্য থাকিলেন না। কিন্তু সন্ধিস্থাপনের পরে ইংলণ্ডের যে গভর্নমেণ্ট গঠিত হইল, চার্চিলকে তাহাতে যে পদে গ্রহণ করা হইল, চার্চিলের সমগ্র প্রতিভা যেন তাহারই অপেক্ষায় ছিল। তিনি সমর ও বিমান বিভাগের সেক্রেটারী অব ষ্টেট্‌ পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। এই দ্বৈত-ভূমিকার সমাধাকল্পে তাঁহাকে প্রথমে উভয় বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ দূর করিয়া, স্বীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করিয়া লইতে হইল। কিন্তু ১৯২১ সালের প্রারম্ভে পূর্ব-ভূমধ্যসাগরে নূতন পরিস্থিতির উপযোগী একটি নীতি গ্রহণ করিতে যাইয়া তাঁহাকে ক্রম-বর্ধমান যে সকল বাধা-বিপত্তি ও অসন্তোষের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাহারই ফলে চার্চিলকে ঔপনিবেশিক (Colonial) অফিসে বদলী করা হইল।

সেই বৎসরই অর্থাৎ ১৯২১ সালে আয়ার্ল্যাণ্ডের ব্যাপারে তাঁহাকে দেখা গেল শান্তি-সংস্থাপনের সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী এক ভূমিকায়। তিনি সম্মেলনে সিন্-ফিন্ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করিলেন। ইহার ফলে আয়ার্ল্যাণ্ডের সন্ধি (Irish Treaty) সম্পন্ন হইল। সন্ধির সর্তগুলি যখন আবার নূতন সংঘর্ষের সৃষ্টি করিল তখনও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের উপর তাঁহার প্রভাব, ও প্রধানতঃ মাইকেল কলিন্সের ন্যায় আইরিশ নেতাদের সদিচ্ছা ব্রিটেনে একটি স্থায়ী জনমত গঠনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু আইরিশ সমস্যার আলোচনাকালে যে তিক্ত মনোভাব তিনি তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্থলে সংহত ও রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে পরবর্তী বৎসরেই তাহা আর গোপন রহিল না।

এদিকে মুস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে যে নূতন তুরস্ক রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল, দার্দানেলিসে তাহারই সহিত ব্রিটিশ শক্তির সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। প্রধানতঃ ব্রিটিশ কম্যাণ্ডার স্যার চার্লস্ হ্যারিংটনের বুদ্ধিবলেই সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হইল। কিন্তু চার্চিলের মনোভাব ও উপনিবেশসমূহের সম্বন্ধে তাঁহার অসতর্ক উক্তি গভর্নমেণ্টের পতন ও পরবর্তী নির্বাচনকালে ডাণ্ডিতে তাঁহার পরাজয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

পরবর্তী দুই বৎসরকাল চার্চিল পার্লামেণ্টের বাহিরেই রহিয়া গেলেন। রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে সরিয়া গেলেও এই

দুই বৎসর কিন্তু বৃথা নষ্ট হয় নাই। তাঁহার 'World Crisis'-এর প্রথম অংশ এই সময় রচিত হয়। সমগ্র গ্রন্থখানা অবশ্য তাহার শেষ অংশ 'The Aftermath' সহ ১৯৩১ সালের পূর্ব পর্যন্ত সমাপ্ত হয় নাই।

১৯২৪ সালের মার্চ মাসে তিনি ওয়েষ্টমিনষ্টার হইতে Independent Anti-Socialist হিসাবে নির্বাচনে দাঁড়াইবার জন্য লিবারেল দল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, লয়েডজর্জ-কোয়ালিসান ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ফলে যে শূন্যতার স্বষ্টি হইয়াছে, তাহা একটি বলিষ্ঠ Conservative-Liberal কেন্দ্রীয় পার্টি দ্বারা পূর্ণ করা সঙ্গত। নির্বাচনে তিনি হারিয়া গেলেন, এবং তাঁহার মতবাদ ব্যর্থ হইয়া গেল। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে Epping Division হইতে রক্ষণশীল দলের পক্ষে তাঁহাকে মনোনীত করা হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ করিলেন। নির্বাচনে তিনি জয়লাভ করিলেন, এবং ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তাঁহার এই আসন অক্ষুণ্ণ রহিল। এই সময় Constituency-র পুনর্বিন্যাসের ফলে তিনি Woodford-এর পক্ষ হইতে আসন অধিকার করিলেন।

অতঃপর বল্ড্‌ুইন (Baldwin) মন্ত্রিসভা গঠিত হইলে বিস্মিত চার্চিল Chancellor of the Exchequer-এর দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার কার্যকালের সমগ্র সময় তিনি এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার

প্রথম বাজেট সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। তিনি বিধবাদের জন্য বৃত্তির (Widow's pension) ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তিনি যেভাবে স্বর্ণমূল্য নির্ধারণ করিয়াছিলেন তাহা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, কিন্তু ইহার প্রভূত বিরুদ্ধ সমালোচনাও হইল। যুদ্ধকালে ব্রিটেন তাহার মিত্রশক্তি—ফ্রান্স, ইটালী, পোর্তুগাল, গ্রীস, রুমানিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়ার নিকট বহু অর্থের পাওনাদার হইয়াছিল। মিঃ চার্চিল অতি উদারভাবে তাহাদের সেই ঋণশোধের ব্যবস্থা করিলেন। ব্রিটেনের কি দাবী তাহা সংখ্যায় লিখিত হইল, এবং তাহা যেন অধমর্ণদের ক্ষমতা-বহির্ভূত না হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হইল। অপরপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ব্রিটিশের যে ঋণ সেদিকে সমতা রক্ষা করিয়া মিত্রশক্তির দাবী অনুরূপ ভাবে দেখান হইল না।

১৩
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

১৯২৬ সালে সর্বাত্মক ধর্মঘট শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'The Times' ব্যতীত লণ্ডনের যাবতীয় সংবাদপত্র তাহাদের প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইল। এই অবস্থায় চার্চিল এক কাজ করিয়া বসিলেন। মর্ণিংপোষ্টের সুবিশাল অট্টালিকা হইতে তিনি 'ব্রিটিশ গেজেট' নামে একখানি সরকারী সংবাদপত্র বাহির করিলেন। তাহাতে প্রভূত সংবাদ ও নানা যুক্তি-তর্কের অবতারণা করা হইত।

লেবার গভর্নমেণ্ট গঠিত হইলে মিঃ চার্চিল অর্থ সচিবের পদ পরিত্যাগ করিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ কোন দলই তখন তাঁহার পশ্চাতে ছিল না। তিনি তখন কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, সুদীর্ঘ দশবৎসরকাল তাঁহাকে ক্ষমতার বাহিরেই থাকিতে হইবে। লেবার গভর্নমেণ্ট তাঁহার ১৯২৬ সালের ভূমিকা একেবারেই ক্ষমা করিতে পারে নাই, এবং তিনিও রক্ষণশীলদিগের বহু নীতি সমর্থন করিতে পারেন নাই। এই কয় বৎসর তিনি আন্তর্জাতিক বিষয়ের দিকেই অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, এবং লীগ অব নেশনের প্রতিও সমধিক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

নব জার্মানশক্তির বিপুল অভ্যুদয়ের আশঙ্কায় চার্চিল তাঁহার মনোভাবের কথঞ্চিৎ পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন।

সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি পূর্বে তাঁহার যে বিদ্বেষ ভাব ছিল, এবং কোয়ালিশন গভর্নমেণ্টের উভয় শাখার সহিত তাঁহার যে মত-বৈষম্য ছিল, তিনি তাহা সংযত করিয়া লইলেন। হিটলারের সহিত আলোচনা করিবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মিঃ চেম্বারলেনের জার্মানী গমন অনুমোদন না করিয়া মিঃ চার্চিল মিউনিক সিদ্ধান্তের অসারতা প্রমাণ করিয়া দিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ চেম্বারলেন তাঁহাকে নৌবিভাগে তাঁহার পূর্বপদ গ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন। তাঁহার কার্যকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল জার্মানীর সঙ্গে নৌযুদ্ধ, যাহার ফলে জার্মান রণতরী গ্রাফ্ ভন্ স্পীর দক্ষিণ আটলান্টিক সাগরে পলায়ন এবং আত্মনিমজ্জন। ডেনমার্ক ও নরওয়েতে জার্মান অভিযানের সময় নরওয়ের প্রতিরক্ষা-বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধিকল্পে মিঃ চার্চিল ছিলেন নৌ-বাহিনীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ ও তাহাদের অবতরণের একমাত্র নিয়ামক।

১৯১৫ সালের বিপর্যয়ের ন্যায় ব্রিটিশ নৌ-শক্তি কেবল নৌ-বাহিনীর উপর নির্ভর করার ফলে আরও একবার ব্যর্থতার সম্মুখীন হইল। জার্মানী তাহার অত্যুৎকৃষ্ট বিমান-শক্তির বলে ব্রিটিশের একখানি বিমানবাহক রণতরী ধ্বংস করিয়া ফেলিল। ইহার ফলে হাউস্ অব কমন্সে

যে বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল, মিঃ চার্চিল তাহাতে অতি বলিষ্ঠভাবে গভর্নমেণ্টের নীতি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি অনাস্থা প্রস্তাবের হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেও দেখা গেল যে, সরকারপক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সংখ্যায় হ্রাস পাইয়াছে। ইহার ফলে বুঝিতে পারা গেল যে, গভর্নমেণ্টকে আরও প্রতিনিধিমূলক হইতে হইবে। মিঃ চেম্বারলেন প্রধান মন্ত্রিত্বের পদ পরিত্যাগ করিলেন এবং রাজাকে উপদেশ দিলেন যে, তিনি যেন মিঃ চার্চিলকে মন্ত্রীসভা গঠন করিতে আহ্বান করেন। মিঃ চার্চিল তৎক্ষণাৎ প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিলেন।

মিঃ চার্চিল, প্রধান মন্ত্রীরূপে হাউস্ অব কমন্সে তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "রক্ত, পরিশ্রম ও অশ্রু ব্যতীত আপনাদিগকে দেওয়ার মত আমার আর কিছুই নাই।" তাঁহার এই গম্ভীর ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইয়াছিল। জার্মান-বাহিনী ক্ষিপ্রভাবে কীলক আক্রমণ দ্বারা ফ্রান্স ও ব্রিটিশের মিলিত সৈন্যবাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। পাঁচদিন পরেই হল্যাণ্ড জার্মানীর নিকট আত্মসমর্পণ করিল।

মে মাস শেষ হইবার পূর্বেই পার্লামেণ্টকে আরও নিদারুণ দুঃসংবাদ শুনাইবার জন্য মিঃ চার্চিল প্রস্তুত হইতেছিলেন। যাহা হউক এই বিষম দুর্ঘটনার কিয়দংশ এড়ান সম্ভবপর হইল। ডানকার্ক বন্দর সহসা ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি লাভ করিল। তিন লক্ষাধিক ব্রিটিশ সৈন্য এবং প্রভূত

পরিমাণ ফরাসী সমরোপকরণ ইংলিশ চ্যানেলের উপর দিয়া নিরাপদে ফিরাইয়া আনা সম্ভবপর হইল।

ফ্রান্সের পতনের পর তাহার প্রধানমন্ত্রী পেঁতা চার্চিলের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া সমগ্র ফরাসী রণতরী জার্মানীর নিকট সমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। চার্চিল তখন তাঁহার জীবনের একটা কঠিনতম কর্তব্যসাধনের সিদ্ধান্ত করিলেন। ইংরেজ রণতরীবাহিনী ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ রণতরীসমূহের উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করিয়া তাহাদের ধ্বংস সাধন করিল। এই ভয়ঙ্কর কর্তব্য সমাধা হইলে চার্চিল একক ও প্রায় অস্ত্রবিহীনভাবেই ব্রিটেন রক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন। ডানকার্ক হইতে পশ্চাদপসরণের সময় ইংরেজ বাহিনীকে প্রভূত সমর-সম্ভার পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইয়াছিল।

১৪
অদমনীয় অধিনায়ক

চার্চিলের নেতৃত্বে গভর্নমেণ্ট জাতির লোকবল, অর্থবল ও মনোবলের উপর অগাধ আধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ হইল, এবং চার্চিল পূর্ণমাত্রায় এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিলেন। চার্চিল সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলেন যে, সমরনীতি সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত করার ফলে তিনি সার্থক রণনীতি এবং যোগ্যব্যক্তি নির্বাচনেও পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছেন। আলেকজাণ্ডার মণ্টগোমারী এবং মাউণ্টব্যাটেন তাঁহারই নির্বাচিত অধিনায়ক। অফুরন্ত উৎসাহে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী পরিদর্শনের জন্য তিনি বহু দেশ ও অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। অতি অল্প সময়ের সিদ্ধান্তে তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং অন্যান্য দূরবর্তী স্থানে যাইয়া রুজভেল্ট ও স্ট্যালিনের সঙ্গে মিলিত হইয়া আলোচনা করিবার সময়ও করিয়া লইয়াছিলেন।

তিনি যে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ সমগ্র যুদ্ধকালে তাহা প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। সঙ্কটময় অবস্থাতেই তাঁহার অসাধারণ গুণাবলী প্রকাশ পাইয়াছিল। বক্তৃতা দিয়া তিনি সারা দেশকে বিজয়ের পথে লইয়া চলিলেন। তাঁহার যুদ্ধকালান কার্যাবলীর পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কন করা দুঃসাধ্য। গভীর আত্মবিশ্বাস ও স্বদেশীয় জনসাধারণের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসে ভরপূর তাঁহার দীর্ঘ বক্তৃতাবলীতে

যেন সিংহের গর্জন শোনা যাইত। নাৎসী জার্মানীর বিপুল সমর-শক্তির বিরুদ্ধে ব্রিটেন তখন একাকী দণ্ডায়মান। সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, চার্চিল ব্যতীত অপর কেহ সেই ভয়ঙ্কর বিপৎকালে দেশের নেতৃত্বের গুরুভার বহনে সমর্থ হইত না।

১৯৪৩ সালের প্রথম ভাগে তিনি ক্যাসাব্লাঙ্কায় রুজভেল্টের সঙ্গে দেখা করিলেন এবং সেখানে তাঁহারা ঘোষণা করিলেন যে, অক্ষশক্তিকে সর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তাঁহারা স্থির করিলেন যে, চার্চিল যাহাকে ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় অক্ষশক্তির তলপেট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন—তাহা আক্রমণ করিবেন। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই ইটালীর গভর্নমেণ্ট বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল।

বিপ্লবের কালে ও পরে সোভিয়েট শক্তিকে চার্চিল অপেক্ষা অপর কেহ অধিকতর বাধা দিতে পারে নাই। তাই ১৯৪১ সালের জুন মাসে হিটলার যখন রাশিয়া আক্রমণের সঙ্কল্প করিলেন, মিঃ চার্চিল যেন প্রথমে কিছুটা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি যেন স্থির করিতে পারিলেন না যে, কি তাঁহার কর্তব্য। তবু দ্বিধাহীন ভাবে ও নাটকীয় ভঙ্গিতে তিনি বেতারে ঘোষণা করিলেন যে, সাম্প্রতিককালে যে সব রাষ্ট্র জার্মানীর শিকার হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করা হইবে।

অতি দ্রুত এই ঘোষণার ফল ফলিল। জুলাই মাসের প্রথম ভাগে মস্কৌ শহরে ইংরেজ-সোভিয়েট সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল এবং পরবর্তী মাসেই উভয় গভর্নমেণ্ট জার্মান সৈন্য-বাহিনীকে নির্মূল করিবার জন্য এবং ট্রান্স-পার্শিয়ান রেলওয়ে মারফৎ রাশিয়ায় মাল-সরবরাহের সুবিধার জন্য পারস্যে সৈন্য পাঠাইয়া দিল। যুক্তরাষ্ট্র গভর্নমেণ্ট এই কার্যকলাপ খুব সহানুভূতির সঙ্গেই লক্ষ্য করিতেছিল। তাঁহারা আগস্ট মাসে রাশিয়ার সঙ্গে এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিল, এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ও চার্চিলের সম্মিলিত প্রস্তাবে সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে মস্কৌ শহরে এক ত্রি-শক্তি-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল। রাশিয়া তাহার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র ও সমর-সম্ভারের এক বিরাট তালিকা পেশ করিল। পাশ্চাত্য শক্তিগুলি তাহা সম্পূর্ণভাবে মানিয়া লইল। সুতরাং ব্রিটিশ সামরিক সংস্থাগুলির উপর আরও অধিক চাপ পড়িল, এবং জার্মানীর আর্কটিক রণতরী বাহিনীর মোকাবিলা করিতে হইলে যে বিপদের আশঙ্কা বৃটিশ নৌ-বিভাগ তাহা বিশদভাবে আলোচনা করিল।



মার্স্যাল স্টালিন, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও রাষ্ট্রনায়ক চার্চিল

১৫

দ্বিতীয় পর্যায়

১৯৪১ সালের মধ্যভাগ হইতে চার্চিলের চেষ্টা ছিল ব্রিটেন, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের নীতি ও কর্মপন্থায় একতা রক্ষা করা। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে চার্চিলের একাকী চলার নীতি বন্ধ হইলে দ্বিতীয় পর্যায়ে এই নীতির পরিবর্তন করা হইল। ব্রিটেন একক যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিল। ব্রিটিশ সামরিক শক্তি এই সময়ে এক সাঙ্ঘাতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল। মিঃ চার্চিল তাঁহাকে নিজেই ইতিহাসে লিখিত সর্বাপেক্ষা শোচনীয় দুর্ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। জাপান যুদ্ধে যোগদান করিলে তাহার কি ফল হইবে, প্রধানমন্ত্রীর সে বিষয়েও বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে ব্রিটিশ রণতরী 'প্রিন্স অব ওয়েলস্' ও 'রিপাল্‌স'কে মালয়ের সমুদ্রে ডুবাইয়া দেওয়া হয়। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে সিঙ্গাপুরের পতন হইল। মার্চ মাসে রেঙ্গুন হাতছাড়া হইয়া গেল, এবং মান্দালয় পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ব্রহ্মদেশ শত্রুহস্তে চলিয়া গেল। এই সব বিপর্যয়ের কারণ কি, চার্চিল তাহার অনুসন্ধান করিতে অসম্মত হইলেন। তাঁহার মতে দুধ যখন পড়িয়াই গেল, তখন আর তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া লাভ নাই। তাহাতে শুধু ফল হইবে এই যে,

যুদ্ধ প্রচেষ্টা হইতে সমগ্র উৎসাহ-উদ্যম ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইবে।

১৯৪২ সালের শেষভাগে ষ্ট্যালিনগ্রাড্ ও এল্ আমীনে জয়লাভ করিবার পর যুদ্ধের তুলাদণ্ড যেন মিত্রশক্তির দিকেই হেলিতে শুরু করিল, এবং চার্চিলের ক্রিয়াকলাপ ক্রমশঃই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের প্রশ্ন স্বতঃই সম্মুখে আসিতে লাগিল। অক্টোবর মাসে মস্কৌ শহরে বৈদেশিক সেক্রেটারীদের এক সভা বসিল। ইহাতে অনেক কিছু বিষয় পরিষ্কার হইয়া গেল। ইউরোপের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাও মোটামুটি নির্দিষ্ট হইল। নভেম্বর মাসে চার্চিল ও রুজভেল্ট কায়রোতে চিয়াং-কাইশেকের সঙ্গে দেখা করিলেন, এবং জাপানের গত পঞ্চাশ বছরের সমস্ত বিজিত দেশ তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে ইহাও স্থির হইল। ইহার পরে চার্চিল ও রুজভেল্ট বিমানে চড়িয়া তেহেরানে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা সেখানে স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। এই তিন রাজনীতিবিশারদ সেখানে তাঁহাদের সঙ্কল্প ঘোষণা করিলেন যে, এমনভাবে সন্ধি করিতে হইবে যেন "যুদ্ধের দুঃখ, কষ্ট ও আতঙ্ক দীর্ঘকালের জন্য বিদূরিত হয়।" সমস্ত স্বাধীনতাকামী মানুষকে সাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া বিভিন্ন জাতির এক মহান্ গণতন্ত্রমূলক সংস্থান গড়িয়া তুলিবার প্রস্তাবও করা হইল।

১৬
ইয়ল্টা ও পরে

১৯৪৪ সালে বৃহৎ নেতৃত্রয়ের মধ্যে কোন সম্মিলন হয় নাই বটে কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন ছাড়াও চার্চিলের ব্যাপক ভ্রমণ অব্যাহত ভাবেই চলিয়াছিল। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি কুইবেকে গেলেন রজভেল্টের সঙ্গে কর্মপন্থা স্থির করিবার জন্য; অক্টোবর মাসে মস্কৌ গেলেন পোল্যাণ্ডের সমস্যা সমাধানের জন্য; বড়দিনের সময় এথেন্সে গেলেন গৃহযুদ্ধ নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে, এবং গ্রাসের জনসাধারণের মনে ধৈর্য ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিবার জন্য। অবশেষে ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চার্চিল বিমানে ক্রিমিয়ার অন্তর্গত ইয়ল্টায় গেলেন। সেখানে শেষবারের মত তাঁহার সঙ্গে রুজভেল্টের সাক্ষাৎ হইল, এবং তাঁহার ও স্ট্যালিনের মিলিত মত অনুসারে ইয়োরোপের পুনর্গঠন সম্পর্কে আরও বিস্তৃত কর্মপন্থা স্থির হইল, এবং জাতিসংঘের সনদ লিখিবার জন্য আন্তর্জাতিক অধিবেশন বসিল।

১৯৪৫ সালের মে মাসে জার্মানী আত্মসমর্পণ করিল। ১৯৪০ সালের ১০ই মে হইতে চার্চিল যে কোয়ালিশন সরকার চালাইয়া আসিতেছিলেন ১৯৪৫ সালের ১০ই মে তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। তারপর তিনি যে Caretaker Government গড়িয়া তুলিলেন, তাহা কিছুকাল কেবল জাপানের পরাজয় সম্পর্কেই চূড়ান্ত পর্যায়ের আলোচনায় ব্যস্ত রহিল। ৫ই জুলাই

তারিখে ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল। চার্চিল যদিও তখন পর্যন্ত তাঁহার খ্যাতি ও ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরেই সমাসীন ছিলেন, তবু অতি আশ্চর্য ও নাটকীয় ভাবে নির্বাচনে তাঁহার দলের শোচনীয় পরাজয় ঘটিল। নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেখা গেল যে, চার্চিলের দুইটি প্রধান গুণ—তাঁহার বিচার বুদ্ধির স্বাধীনতা ও প্রতিপক্ষের আহ্বানকে সংগ্রামী মনোভাব লইয়া গ্রহণ করা,—এই উভয়ই ত্রুটিপূর্ণ। জার্মানীর আত্মসমর্পণের পর পৃথিবীর মতামতের দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। বহির্বিষয়ক ব্যাপারে এবং বিবিধ পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইবার প্রতিভা চার্চিলের যথেষ্টই ছিল; কিন্তু তাঁহার পক্ষেও ইহা অনুভব করিবার প্রয়োজন ছিল যে, কালক্রমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সমগ্র বিরোধী দলকে হটাইবার উদ্দেশ্যে তিনি নির্বাচনের প্রারম্ভেই তাঁহার যুদ্ধকালীন বন্ধুদিগকে সামগ্রিক যুদ্ধ সম্পর্কে হুশিয়ার করিয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহার এই জঙ্গী মনোভাবে অনেকেই মর্মাহত হইয়াছিল। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই চার্চিল তাঁহার পদত্যাগ পত্র পেশ করিলেন।

সরকারী অফিস হইতে বাহির হইয়া আসিলেও চার্চিল এক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিরূপেই পরিচিত হইয়া রহিলেন। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে তিনি প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং মিসৌরীর অন্তর্গত

ফুলটনে "শান্তির স্নায়ু" শীর্ষক এক বক্তৃতা দিলেন। ইহার ফলেই সম্ভব হইল একতাবদ্ধ পশ্চিম ইউরোপের উদ্ভব, এবং ইংরেজ ও আমেরিকার মধ্যে শক্তিশালী সংস্থা গঠন। কিন্তু সম্ভবতঃ ইহা একটি বিশেষ ও বহুল ব্যবহৃত কথার জন্যও বিখ্যাত হইয়া রহিল। কথাটি হইল 'লৌহ যবনিকা।' তিনি বলিয়াছিলেন—বল্টিকের তীরবর্তী স্টেটিন হইতে আড্রিয়াটিকের তীরবর্তী ট্রিয়েস্টি পর্যন্ত সমগ্র মহাদেশে এক লৌহ-যবনিকা নামিয়া আসিল।

১৭

পুনরায় ক্ষমতাশীন

উপর্যুপরি দুইটি নির্বাচনে রক্ষণশীলদলের পরাজয় হওয়ার পর চার্চিল পুনরায় তাঁহার দলকে ক্ষমতাশীন করিবার জন্য সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিলেন। ১৯৫১ সালে তাঁহার সপ্ত-সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকীর মাত্র পাঁচ সপ্তাহ পূর্বে তিনি পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হইলেন। তখন হইতে ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে পদত্যাগপত্র দাখিল না করা পর্যন্ত তিনি বিশ্ব-সমস্যা আলোচনার জন্য ত্রিশক্তি কিংবা চতুঃশক্তির অধিবেশন সম্ভবপর করিতে অক্লান্ত ও অবিরাম-ভাবে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। হাইড্রোজেন বোমা পৃথিবীতে অধিকতর আতঙ্কের সৃষ্টি করায় তিনি লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁহার কর্মপন্থা অনুসরণ করিয়া চলিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চার্চিল ১৯৫৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট আইসেন-হাওয়ার এবং ফ্রান্সের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মঁসিয়ে ল্যানিয়েলকে লইয়া ১৫৩ সালে বার্মুডায় এক বৈঠকে মিলিত হইলেন। সেই বৎসরই এপ্রিল মাসে রানী এলিজাবেথ তাঁহাকে 'নাইট্ অব দি অর্ডার অব দি গার্টার' উপাধি দিয়া উচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন।

অল্পকাল পরেই তাঁহার অশীতিতম জন্ম-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইল। এই ঘটনায় সমগ্র ব্রিটেন যেন

আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। জয়ধ্বনিরত বিপুল জনতা লণ্ডনের রাজপথে সমবেত হইল। লর্ডসভা ও হাউস্ অব কমন্সের সদস্যগণ গ্রাহাম সাদারল্যাণ্ডের অঙ্কিত তাঁহারই একখানি প্রতিচিত্র চার্চিলকে উপহার দিলেন।

১৯৬২ সালের জুন মাসে মন্টিকার্লোতে তিনি যখন অবসরযাপন করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি তাঁহার হোটেলের ঘরে পা পিছলাইয়া পড়িয়া যান এবং ঊরুর একখানি অস্থি ভগ্ন হয়। সাধারণ একটি অপারেশনের পর তাঁহাকে বড় রকমের অস্ত্র-চিকিৎসার জন্য লণ্ডনে লইয়া আসা হইল। এইবার এবং পরবর্তীকালে আরও কয়েকবার তিনি প্রমাণ করিলেন যে, বয়স তাঁহার বেশী হইলেও (বয়স তখন ৮৮ বৎসর) জীবনী-শক্তি তাঁহার বিন্দুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। আগস্ট মাসের শেষভাগে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি বাহিরে আসিলে এক বিপুল জনতা মহানন্দে জয়ধ্বনি করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। হাসপাতালের সম্মুখবর্তী রাজপথের যাবতীয় যান-বাহন-চলাচল পূর্বেই নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছিল। তারপর তিনি যখন গৃহে পৌঁছিলেন তখন পুনরায় এক মহতী জনতা তাঁহাকে মহোৎসাহে অভ্যর্থনা করিল।

১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসে স্যার উইনস্টন চার্চিলকে যুক্তরাষ্ট্রের "সম্মানিত অধিবাসী" বলিয়া ঘোষণা করা হইল। বিদেশীয়দের মধ্যে আর কেবল মার্কুইস-ডি-লাফায়েৎ ও

তাঁহার বংশধরগণ এই সম্মানের অধিকারী। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে মার্কুইস-ডি-লাফায়েৎ আমেরিকান সৈন্যদের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ওয়াশিংটনের উৎসবে চার্চিল নিজে যোগদান করিতে না পারায় তাঁহার পুত্র মিঃ র‍্যাণ্ডলফ চার্চিল তাঁহার প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিলেন। হোয়াইট হাউসের উৎসব-অনুষ্ঠান আটলান্টিকের অপর পারে টেলিভিশন মারফৎ প্রচারিত হইল এবং স্যার উইনস্টন তাঁহার লণ্ডনের গৃহে বসিয়াই উহা উপভোগ করিলেন।

১৯৬৪ সালের জুলাই মাসের মধ্যভাগে স্যার উইনস্টনের নব্বুই বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে তিনি শেষ বারের মত হাউস্ অব কমন্সে উপস্থিত হইলেন। বয়স ও জরার দরুণ হাউসে সম্প্রতি তাঁহার উপস্থিতি খুবই কমিয়া আসিয়াছিল। যে হাউসে তিনি এতকাল প্রাধান্য বিস্তার করিয়া আসিয়াছিলেন, এবং ষাট বৎসরেরও বেশীকাল তিনি যাহার সদস্য ছিলেন, সেই হাউসে উপস্থিত হইয়া তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। এই বৎসরই তিনি হাউস অব কমন্স কর্তৃক বিশেষভাবে সম্মানিত হইলেন। প্রধানমন্ত্রী স্যার আলেক্ ডগ্লাস-হিউম কর্তৃক উত্থাপিত ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক সমর্থিত এক প্রস্তাবে সমগ্র হাউস মিঃ চার্চিলকে পার্লামেণ্ট ও জাতির প্রতি তাঁহার মহতী দেশ-সেবার জন্য ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন।

অনন্তর স্যার আলেক্ বিপক্ষদলপতি মিঃ হ্যারল্ড উইলসন ও অন্যান্যের সমভিব্যহারে স্যার উইনস্টনের লণ্ডন-গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পার্লামেণ্টের সম্মান-সনদ উপহার দানে সম্মানিত করিলেন।

১৮
শেষের কথা

সক্রিয় রাজনীতি ও কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও চার্চিলের জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না। সংবাদপত্রে তাঁহার নামের উল্লেখ আগের মত বারবার না হইলেও যে কোন উপলক্ষেই খবরের কাগজগুলি চার্চিল ও তৎসংক্রান্ত খবরকে ফলাও করিয়া প্রকাশ করিত। চার্চিলের ছেলে, মেয়ে ও জামাই প্রত্যেকেই কোন না কোন কারণে চাঞ্চল্যকর সংবাদ সৃষ্টি করিতেন। অভিনেত্রী সারা (Sarah) চার্চিলের মেয়ে। হয় মত্তাবস্থায় প্রকাশ্য রাজপথে হৈ-হুল্লোড় করার দরুন, নয় বেপরোয়া মোটরগাড়ি চালাইবার অভিযোগে সারাকে আদালতে হাজির হইতে হইয়াছে কয়েকবার। পুত্র র‍্যাণ্ডলফ্ চার্চিলের চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ মাঝে মাঝেই ইংলণ্ডের সংবাদপত্রের খোরাক জোগায়। ছোট মেয়ে মেরীর স্বামী ক্রাইস্টোফার সোমস্ সম্বন্ধেও অনুরূপ মন্তব্য করা যাইতে পারে। ইঁহারা হইতেছেন চার্চিলখ্যাতির বিষম বিড়ম্বনা।

রাজনীতিজ্ঞ চার্চিল, যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ চার্চিল সাহিত্য-ক্ষেত্রেও এক বিরাট প্রতিষ্ঠার অধিকারী। যেমন বাগ্মীতায় তেমনি গদ্যরচনাশৈলীতে চার্চিলের অবদান উল্লেখযোগ্য। কয়েক খণ্ডে বিভক্ত সুবৃহৎ 'Second World War' গ্রন্থ চার্চিলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি। নোবেল পুরস্কার

এই বিপুল সাহিত্য-কর্মের স্বীকৃতি। পরলোকগত শ্রমিক নেতা এন্যুরিন বিভানের (Aneurin Bevan) কথায় : "He was stupendous. History itself was in the House and spoke to us."

এই অপরাজেয় প্রাণবন্ত মানুষটিকেও একদিন প্রকৃতির নিয়মের কাছে পরাভব স্বীকার করিতে হইল। দীর্ঘ ষাট বৎসর কাল যে পার্লামেণ্টের তিনি একজন সক্রিয় সদস্যরূপে পরিচিত ছিলেন, আজ ক্রমশই সেখানে তাঁহার উপস্থিতি কমিয়া আসিতে লাগিল। ১৯৫৫ পর হইতে দি গ্রেট কমনার (The Great Commoner) কমন্স সভায় আর কোন ভাষণ দেন নাই, এবং কোন বিতর্কে অংশ গ্রহণও করেন নাই। ক্বচিৎ কদাচিত পার্লামেণ্টে আসিতেন, এবং তাঁহার অভ্যস্ত আসনে অন্যমনা স্থবিরের মত বসিয়া থাকিতেন। নূতন সদস্য অনেকেই ছিলেন তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। ১৯৬৩ সনে খবরের কাগজ মারফৎ রাজনীতি হইতে শেষবারের মত তাঁহার বিদায় লইবার সঙ্কল্প প্রচারিত হইল। বহুদিনের উডফোর্ড নির্বাচক-মণ্ডলীর নিকট শেষ বিদায় লইয়া চার্চিল বলিলেন :

"I need not tell you with what sadness I feel constrained to take this step. I have now had the honour and privilege of sitting in the House of Commons for more than sixty years..."

১৯৬৪ সনে জুন মাসে শেষবারের মত কমন্স সভায় তিনি তিন দিন যোগদান করিয়াছিলেন।

চার্চিল নব্বুই বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলেন। হাইড পার্ক গেটে চার্চিল-বাসভবনের সম্মুখে বিরাট জনতা শ্রদ্ধাপ্লুত অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে আসিল। বাতায়নপথে দেখা দিলেন রুগ্ন, কৃশ ও জরাগ্রস্ত চার্চিল। দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলির সুবিখ্যাত V-চিহ্ন দ্বারা গুণমুগ্ধ জনতাকে প্রত্যভিবাদন করিলেন অবিসম্বাদী জননেতা—"the greatest living Briton"। সারা বিশ্ব হইতে আসিল হাজার হাজার অভিনন্দনলিপি।

১৯৬৪ সনের বড়দিনের উৎসব পালন করিলেন নিরিবিলিতে নিজগৃহে নিকটতম আত্মীয়গণের সাহচর্যে। ১৯৬৫ সনের ১৫ই জানুয়ারীর সংবাদ—চার্চিল হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। সমগ্র জাতি নিদারুণ উৎকণ্ঠায় সময়াতিবাহিত করিতে লাগিল। চার্চিল-ভবনের বাহিরে তীব্র শীত, বৃষ্টি ও তুষারপাত অগ্রাহ্য করিয়া হাজার হাজার উৎকণ্ঠিত নরনারী অপেক্ষা করিতেছে। চার্চিলের বিশিষ্ট বন্ধু ও ব্যক্তিগত চিকিৎসক অশীতিপর লর্ড মোরান অপেক্ষমান জনতাকে কোন আশ্বাস বাণী শুনাইতে পারিলেন না। অজ্ঞান অবস্থায় নয় দিন কাটিল। যমে মানুষে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। শেষ যুদ্ধে সেই আজীবন যোদ্ধার হইল অনিবার্য হার। ২৪ এ জানুয়ারী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন সৈনিক, রাজনীতিবিদ, যুদ্ধনেতা, ঐতিহাসিক, নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী, রয়্যাল আকাদেমীর সদস্য উইন্‌স্টন চার্চিল। ঐতিহাসিক ওয়েস্ট-

মিন্‌স্টার হলে রাজকীয় মর্যাদায় অন্তবর্তীকালীন শয়ন ব্যবস্থার পর এবং সেণ্টপলস্ ক্যাথিড্রেলে অন্তিম প্রার্থনান্তে শবাধার লইয়া যাওয়া হইল ছোট্ট পল্লী ব্ল্যাডনে, যেখানে নব্বুই বৎসর পূর্বে এক বিখ্যাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন উইন্‌স্টন স্পেনসার চার্চিল। পিতামাতার সমাধির সন্নিকটে শান্তিময় অন্তিম ভূমিশয্যায় শায়িত হইলেন এক অশান্তযুগের অক্লান্ত, অশ্রান্ত নায়ক।

উগ্র সাম্রাজ্যবাদ আর ঘোর ভারত-বিদ্বেষ প্রধানতঃ এই দুই কারণে চার্চিল চিরদিনই ছিলেন ভারতবাসীর কাছে অপ্রিয় এবং অবাঞ্ছিত। ভারতের স্বাধীনতার তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। অ-শ্বেতাঙ্গ মানুষের প্রতি তাঁহার মনোভাব ছিল ঘৃণা ও অবজ্ঞামিশ্রিত। মহাত্মা গান্ধীকে তিনিই অশালীন ভাষায় "অর্ধনগ্ন রাজদ্রোহী ফকির" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ণ ও অনুদার ছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী। উগ্র জাত্যভিমান ও পরজাতিবিদ্বেষ তাঁহাকে স্বাধীনতাকামী মানুষ মাত্রেরই শত্রুতে পরিণত করিয়াছিল।

কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও চার্চিলের স্থান মানবেতিহাসে চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ইংরেজমাত্রেই মনে করে, বিশ্বাস করে যে চার্চিলের জন্যই ইংরেজ জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই, এবং জগতের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। দেশপ্রেম ও স্বাজাত্যভিমানে চার্চিল ছিলেন অনন্য। যুক্তরাষ্ট্র তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিল

নাগরিকত্বের অধিকার প্রদান করিয়া। সেই উপলক্ষে পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট কেনেডির নিকট লিখিত লিপিখানা চার্চিলের তীব্র স্বাজাত্যবোধের নির্ভুল প্রমাণ—

"Extend to me any honour you care to—I am still an Englishman."

দারুণ সঙ্কটের দিনে জাতির ত্রাণকর্তারূপেও চার্চিলের সমকক্ষ পুরুষ ইতিহাসে সংখ্যায় নগণ্য। অপরাজেয় বীর হ্যানিবলের আক্রমণে পর্যুদস্ত রোমকে রক্ষা করিয়াছিলেন সেনাপতি সিপিও আফ্রিকেনাস। উভয়েই অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক পুরুষ। "Live dangerously"—বিপদের মোকাবিলা করে বেঁচে থাকাই বাঁচার মত বাঁচা। ইহাই চার্চিলের জীবন-দর্শন। পৌরুষহীন, কাঁচা মেরুদণ্ডী যে কোন মানুষ, সম্প্রদায় বা জাতির কাছে এ আদর্শের একটা বিশেষ মূল্য আছে বই কি ?

● ওরিয়েণ্টের জীবনী সাহিত্য ●

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আত্মচরিত — ১২·০০
ভূমিকা : ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

প্রমদারঞ্জন ঘোষ

শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা ও তাঁহার জীবন দর্শন — ১২·০০

প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক

কংগ্রেস রথ-সারথি যাঁরা — ২·৫০
শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা-বিবেকানন্দ — ৩·০০

ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য

মহামানব বিবেকানন্দ — ৬·০০
লীলাময় রামকৃষ্ণ — ৬·০০
শ্রীমা সারদামণি — ৬·০০

মনোরঞ্জন গুপ্ত

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু — ২·০০
ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার — ২·০০

রাজনারায়ণ বসু

রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত — ৫·০০
ভূমিকা : হরিহর শেঠ

রোমাঁ রোলাঁ

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন — ৬·০০
অনুবাদক : ঋষি দাস
বিবেকানন্দের জীবন — ৬·০০
অনুবাদক : ঋষি দাস
মহাত্মা গান্ধী — ৩·০০
অনুবাদক : ঋষি দাস